ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

অবশেষে শাহরুখের নতুন ছবি 'জাওয়ান'-এর ট্রেলার প্রকাশ্যে

পৃঃ ৫

মাসসেরার দৌড়ে রোনালদো

পৃঃ ৬

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Gov of India Reg No : WB18D0018520 (UAN) ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ বর্ষ ঃ ২ সংখ্যা ঃ ২৪৬ ● কলকাতা ● ১৯ ভাদ্র, ১৪৩০ ● বুধবার ● ০৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ পৃষ্ঠা - ৬ ২ টাকা

কলকাতাতেই মন্ত্রী মলয়কে জিজ্ঞাসাবাদ,

২৪ ঘণ্টা আগে তলব করতে পারবে ইডি

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : কলকাতাতেই রাজ্যের মন্ত্রী মলয় ঘটককে জিজ্ঞাসাবাদ করতে হবে ইডি বা এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটকে। কয়লা পাচার মামলায় মঙ্গলবার এমনই নির্দেশ দিল দিল্লি হাই কোর্ট। তলবের ২৪ ঘণ্টা আগে মলয়কে জানাতে হবে। চিকিৎসককে সঙ্গে নিয়ে ইডি দফতরে যেতে পারবেন মলয়। এমনই নির্দেশ দিলেন বিচারপতি দীনেশকুমার শর্মা।গত বছরের সেপ্টেম্বর মাসে কলকাতা থেকে আসানসোলে মলয়ের একাধিক ঠিকানায় হানা দেয় সিবিআই। কলকাতার ডালহৌসির সরকারি আবাসনেও টানা জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় মন্ত্রীকে। বেশ কয়েক জন ইসিএল আধিকারিকের গ্রেফতারির পর মলয়ের বিরুদ্ধে কয়লা পাচার কাণ্ড মামলার তদন্তে নামে সিবিআই। মলয় আদতে আসানসোলের বাসিন্দা এবং আসানসোল উত্তর কেন্দ্রের তৃণমূল বিধায়কও তিনি। পরে এই মামলায় মলয়কে তলব করেছিল ইডি।কয়লা পাচারকাণ্ডে রাজ্যের আইনমন্ত্রীকে দিল্লিতে ইডির দফতরে তলব করা হয়েছিল।

এরপর ৩ পাতায়

বদলে যাচ্ছে দেশের নাম!

তীব্র ক্ষোভ মমতার

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সংসদের বিশেষ অধিবেশন বসতে চলেছে আগামী ১৮ সেপ্টেম্বর। ওই বিশেষ অধিবেশনেই দেশের নাম ইংরেজিতে 'ইন্ডিয়া' থেকে বদলে হতে চলেছে 'ভারত'। এমনই প্রস্তাব আনতে চলেছে কেন্দ্রীয় সরকার। এমনটাই সংবাদমাধ্যম সূত্রে খবর। বিষয়টি যে শুধুই জল্পনা নয় তা নিশ্চিত করেছেন কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশ।সূত্রের খবর, আগামী ১৮-২২ সেপ্টেম্বর সংসদে যে বিশেষ অধিবেশন বসতে চলেছে সেখানে সংবিধান সংশোধন করে দেশের ইংরেজি নাম ভারত করার প্রস্তাব করা হতে পারে। দেশের নাম যে ভারত হওয়া উচিত তা নিয়ে সুর চড়িয়েছেন একাধিক বিজেপি নেতা। অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা ট্যুইট করেছেন, 'রিপাবলিক অব ভারত'। ভাবতে ভালো লাগছে আমাদের সভ্যতা অমৃতকালের দিকে এগিয়ে চলেছে। অন্যদিকে, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রাজীব চন্দ্রশেখর সংবাদমাধ্যমে বলেন, আমাদের দেশটার নাম ভারত। এনিয়ে কোনও সন্দেহ থাকা উচিত নয়। কংগ্রেসের সবেতেই সমস্যা।ইতিমধ্যেই দেশের বহু গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা, শহর, রেল স্টেশনের নাম বদল করেছে কেন্দ্র ও একাধিক রাজ্য সরকার। এবার মোদী সরকারের নজর দেশের নামের দিকে।

জয়রাম রমেশ দাবি করেছেন, জি ২০ সম্মেলন উপলক্ষ্যে যে ডিনারের আমন্ত্রণপত্র পাঠানো হয়েছে সেখানে 'প্রেসিডেন্ট অব ইন্ডিয়া'-র পরিবর্তে 'প্রেসিডেন্ট অব ভারত'-এর তরফে আমন্ত্রণ করা হয়েছে। অর্থাত ইংরেজিতে এখন আমাদের দেশের নাম 'ইন্ডিয়া' নয় বরং তা হল 'ভারত'।

কংগ্রেস নেতা ট্যুইট করেছেন, খবরটা তাহলে সত্যি! জি ২০ সম্মেলন উপলক্ষ্যে আগামী ৯ সেপ্টেম্বর একটি ডিনারের আয়োজন করেছে সরকার।

এরপর ৩ পাতায়

রাহুলের শিক্ষক দিবসের

শুভেচ্ছা বার্তাতেও রাজনীতির খোঁচা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : শিক্ষক দিবস উপলক্ষ্যে শিক্ষক সমাজকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী । প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতি বলেছেন, সমগ্র দেশবাসীই আমার শিক্ষক। তাঁদের কাছ থেকে অনেক কিছু প্রতিদিন শিখি। রাজনৈতিক মহল মনে করছে, রাহুল বিরোধী বলতে এক্ষেত্রে বিজেপিকেই বোঝাতে চেয়েছেন ।বিগত কয়েক বছর ধরে বিজেপি দল হিসাবে কংগ্রেসকে যত না আক্রমণ শানিয়েছে তার চেয়ে অনেক বেশি নিশানা করেছে ব্যক্তি রাহুলকে। এমনকী গান্ধী পরিবারকে করা আক্রমণেও রাহুলই বারে বারে নিশানা হয়েছেন পদ্ম শিবিরের। শিক্ষক দিবসে বিরোধীদের শুভেচ্ছা জানিয়ে কংগ্রেস সাংসদ আসলে কৌশলে বিজেপিকেই নিশানা করেছেন, মনে করছে রাজনৈতিক মহল।রাহুল আলাদা করে উল্লেখ করেছেন মহাত্মা গান্ধী, গৌতম বুদ্ধর নাম।বলেছেন, এঁদের জীবন থেকে সাম্যের শিক্ষা পেয়েছি। শিখেছি মানুষকে ভালবাসতে এবং তাঁদের প্রতি সমব্যথী হতে। উল্লেখ করেছেন প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণের কথা, যাঁর জন্মদিনকে শিক্ষক দিবস হিসাবে পালন করে থাকে জাতি। প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতি বলেছেন, 'একজন শিক্ষক আমাদের জীবনের পথ আলোকিত এবং সঠিক পথে এগিয়ে যেতে অনুপ্রাণিত

এরপর ৩ পাতায়

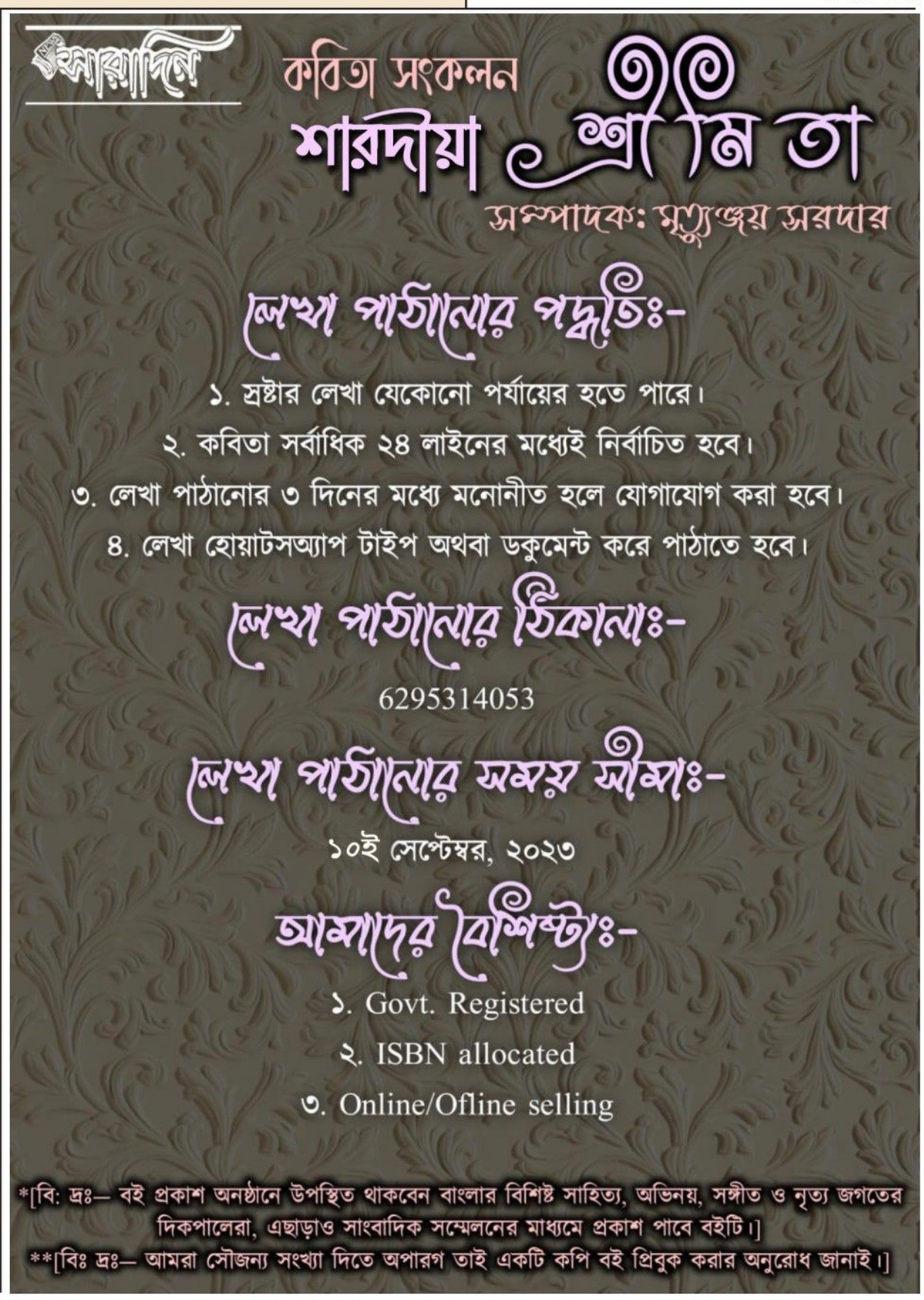

বিজেপির সুরে টাকা বন্ধের হুঁশিয়ারি মমতার,

প্রয়োজনে রাজভবনে ধর্না

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখে শোনা গেল বিজেপির বুলি। এতদিন বিজেপির নেতা ও পক্ষান্তরে সরকারও টাকা বন্ধের হুঁশিয়ারি দিয়ে এসেছেন। এবার বিজেপির সুরে সুর মিলিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে টাকা বন্ধের হুঁশিয়ারি দিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও। রাজ্যপালের কথা শুনলে বিশ্ববিদ্যালয়ের টাকা বন্ধ করে দেওয়া হবে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, কী ভাবছেন উনি? মুখ্যমন্ত্রীর থেকেও বড়ো? সে উনি বড়ো হতেই পারেন। আপনি আরও বড়ো হন। কিন্তু রাজ্যের শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে এ ধরনের সিদ্ধান্ত নিতে পারেন না। এরপরই অর্থনৈতিক অবরোধের প্রসঙ্গ এনে তিনি বলেন, আমি বলে দিচ্ছি, এই যদি চলতে থাকে, তাহলে অর্থনৈতিক বাধা তৈরি করব। দেখি কে চালায়।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যপাল পদাধিকার বলে রাজ্যের সব বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য হলে অর্থ বরাদ্দ করে রাজ্য সরকার। কোনও বিশ্ববিদ্যালয় যদি রাজ্যপালের নির্দেশ মেনে চলতে চায়, তবে তাদের বিরুদ্ধে আর্থিক বাধা তৈরি করব। দেখব বেতন কে দেয়? রাজ্যে উপাচার্য নিয়োগ নিয়ে চক্রান্ত চলেছ, তা আমরা মানব না। প্রয়োজনে শিক্ষাব্যবস্থাকে বাঁচাতে রাজভবনের সামনে ধর্না দেব।শুধু টাকা বন্ধ্যোর হুঁশিয়ারি দিয়ে ক্ষান্ত নন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেছেন, রাজ্যপাল যেভাবে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে নিয়ন্ত্রণ করছেন, তা সমীচিন নয়, রাজ্যের শিক্ষাব্যবস্থাকে বাঁচানোর স্বার্থে প্রয়োজনে রাজভবনে ধর্নায় বসবেন তিনি, এমনও হুঁশিয়ারি দিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।রাজ্যপালকে বার্তা দিতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির বিরুদ্ধে আর্থিক অবরোধ চলবে বলেও ঘোষণা করে দিলেন কার্যত। তাঁর সাফ কথা, কোনও বিশ্ববিদ্যালয় যদি রাজ্যপালের নির্দেশ মেনে চলে, তবে তাদের আর্থিক অবরোধ করবে সরকার।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই ঘোষণায় রাজভভনের সঙ্গে সংঘাত চরমে পৌঁছে গেল। রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস ইচ্ছামতো উপাচার্য নিয়োগ করছেন। তারপর উপাচার্যদের নির্দেশ দিচ্ছেন তিনি। রাজ্যকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে তিনি সাফ জানিয়েছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্যই শেষ কথা। তাঁর এই নিদান আসলে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে অপমান বলে সোমবারই অভিযোগ করেছিলেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। আর এদিন আর্থিক অবরোধের ঘোষণা করে দিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিশ্ববিদ্যালয় রাজ্যপালের নির্দেশ মেনে চললে রাজ্য আর্থিক অবরোধ করার পাশাপাশ রাজভবনের সামনে ধরনায় বসতে পারেন বলেও হুঁশিয়ারি দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

মঙ্গলবার রাজ্য সরকারের উদ্যোগে ধন ধান্য প্রেক্ষাগৃহে শিক্ষক দিবসের অনুষ্ঠান হয়। সেই অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় গর্জে ওঠেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের বিরুদ্ধে। মুখ্যমন্ত্রীরী বলেন, শিক্ষা ব্যবস্থাকে স্তব্ধ করিয়ে দেওার চক্রান্ত করছেন রাজ্যপাল। আমরা এই চক্রান্ত মানব না।

ব্লসম কোচার অ্যারোমা ম্যাজিক সিরামের মাধ্যমে

আপনার ত্বক কে উন্নত করুন

Kolkata, 5th September 2023 : নিউজ সারাদিন : ব্লসম কোচার অ্যারোমা ম্যাজিক, ৩৫ বছরেরও বেশি সময়ের সমৃদ্ধ উত্তরাধিকার সহ ত্বকের যত্ন শিল্পে অগ্রণী, চারটি অসাধারণ বহু প্রতীক্ষিত ত্বকের সিরামের লঞ্চ এর ঘোষণা করতে পেরে গর্বিত। এর প্রতিষ্ঠাতা এবং চেয়ারপার্সন ডঃ ব্লসম কোচারের অটল দৃষ্টি দ্বারা পরিচালিত, এই বিপ্লবী সিরামগুলি ত্বকের যত্নের মানগুলি পুনরায় সেট করতে এবং ভোক্তাদের উজ্জ্বল এবং পুনরুজ্জীবিত ত্বকের ভবিষ্যতের দিকে নিয়ে যেতে প্রস্তুত। প্রকৃতি থেকে প্রাপ্ত নিষ্ঠুরতা-মুক্ত ফর্মুলেশনের প্রতি ব্র্যান্ডের প্রতিশ্রুতি প্রতিফলিত করে, এই সিরামগুলি যত্নের সাথে অ্যারোমাথেরাপি-ভিত্তিক উপাদান দিয়ে তৈরি এবং প্যারাবেনস এবং কৃত্রিম সুগন্ধির মতো ক্ষতিকারক উপাদানগুলি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত।

"ডাঃ. কোচার বলেন, "আমি সবসময় আমাদের পেশাদার পরিসরে সিরাম ব্যবহার করে আসছি এবং এটি যে ফলাফল দিয়েছে তাতে আমি মুগ্ধ। নিয়মিত সিরাম ব্যবহার করলে, আপনি অনেক ভালো ত্বক পেতে পারেন। এগুলি আসলে "আপনার ত্বক পুনরায় সেট করতে" এবং আগামী দিনের জন্য আপনাকে দুর্দান্ত ত্বক দিতে সাহায্যে করে।

ভিটামিন সি ফেস সিরাম

ব্লসম কোচার অ্যারোমা ম্যাজিক ভিটামিন সি ফেস সিরাম হল একটি আশ্চর্যজনক ত্বকের যত্নের পণ্য যা প্রাকৃতিক নির্যাস, অপরিহার্য তেল এবং ভিটামিন সি এর বৈশিষ্ট্যকে একত্রিত করে। অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট এবং অ্যান্টি-এজিং সিরাম যা হাইপারপিগমেন্টেশন সংশোধন করে, সূক্ষ্ম বলিরেখা কমায় এবং সূর্যের ক্ষতি মেরামত করে।

মূল্য: ৫৭৫/- টাকা

স্কোয়ালেন সিরাম

একটি অসাধারণ অ্যারোমাথেরাপি-ভিত্তিক স্কিন কেয়ার সলিউশন যা আপনার ত্বকের আর্দ্রতা ধরে রাখার এবং ডিহাইড্রেশনের বিরুদ্ধে একটি বাধা তৈরি করার ক্ষমতা সহ আপনার ত্বককে অসাধারণ সুবিধা প্রদানের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। এই সিরামের রূপান্তরকারী শক্তির অভিজ্ঞতা নিন এবং প্রাকৃতিকভাবে সুন্দর ত্বক উপভোগ করুন।

মূল্য: ৫৯৫/- টাকা

হ্যালুরোনিক সিরাম

হ্যালুরোনিক সিরাম হল একটি বিপ্লবী ত্বকের যত্নের সমাধান যা শক্তিশালী উপাদান, হ্যালুরোনিক অ্যাসিড দিয়ে সমৃদ্ধ। এই সিরামটি কে আর্দ্রতার মাত্রা বাড়ানোর ক্ষমতা, ত্বকে গভীর হাইড্রেশন প্রদান সহ ব্যতিক্রমী ফলাফল প্রদানের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। যার ফলে, সূক্ষ্ম রেখা এবং বলিরেখাগুলি দৃশ্যমানভাবে হ্রাস পায়, যা ত্বককে মসৃণ এবং আরও তরুণ রাখতে সাহায্যে করে।

মূল্য: ৫৯৫/- টাকা

নিয়াসিনামাইড ফেস সিরাম

ব্লসম কোচার অ্যারোমা ম্যাজিক নিয়াসিনামাইড ফেস সিরাম আপনার ত্বকের যত্নের রুটিনে একটি চমৎকার সংযোজন।সিরাম প্রাকৃতিক নির্যাস এবং অপরিহার্য তেল দিয়ে মিশ্রিত করা হয় যা ত্বককে পুষ্ট এবং পুনর্বীকরণ করতে সহায়তা করে। সিরামে একটি ১০% নিয়াসিনামাইড ঘনত্ব এবং ১% জিঙ্ক ঘনত্ব রয়েছে যা প্রদাহ কমাতে এবং সিবাম উতপাদন নিয়ন্ত্রণ করতে বিস্ময়কর কাজ করে।

শক্তিগড়ে কেষ্টর সঙ্গে খেয়েছিলেন কচুরি,

গরু পাচার মামলায় সেই কৃপাময়কে তলব সিবিআইয়ের

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : চলতি বছরের মার্চেই দিল্লিতে ডাক পড়েছিল। ডেকেছিল এনফোর্সমেন্ট ডাইরেক্টরেট বা ইডি । এবার বীরভূমের তৃণমূল যুবনেতা কৃপাময় ঘোষকে বুধবার নিজাম প্যালেসের গরু পাচার মামলায় তলব করেছে সিবিআই । প্রসঙ্গত, অনুব্রতকে যখন দিল্লি নিয়ে যাচ্ছিল ইডি তখনই পথে শক্তিগড়ে দাঁড়িয়েছিল গাড়ি।সূত্রের খবর, 'কেষ্টদার' যে কোনও দরকারে, যে কোনও কাজে সর্বদাই হাজির থাকতেন 'ভাই' কৃপাময়। কেষ্টর ছায়াসঙ্গী হিসাবেও পরিচয় রয়েছে তাঁর। তবে গরু পাচার মামলায় গ্রেফতারির পর যে শুধু শক্তিগড়েই তাঁকে অনুব্রতর সঙ্গে দেখা গিয়েছিল এমনটা নয়। এর আগে দুবরাজপুর আদালতে অনুব্রতকে তোলার সময় দেখা মিলেছিল কৃপাময়ের। সেখানে অনুব্রতর সঙ্গে সবুজ পাঞ্জাবি পরা এক ব্যক্তিকে নিয়ে ঘনিয়েছিল রহস্য। তিনিই বাংলা ছাড়ার দিন অনুব্রতর সঙ্গে শক্তিগড়ে বেশ কিছুক্ষণ 'গল্প' করেন, কচুরিও খান।

আসানসোল থেকে যাওয়ার পথে বর্ধমানের শক্তিগড়ে একটি হোটেলে দাঁড়িয়েছিল অনুব্রত মণ্ডলের গাড়ি। সেখানেই প্রাতঃরাশ খেতে শুরু করেন বীরভূমের এক সময়ের বেতাজ বাদশা অনুব্রত মণ্ডল। সেখানেই কেষ্ট মণ্ডলের খাবার টেবিলে দেখা যায় সবুজ পাঞ্জাবি পরিহিত এক ব্যক্তিকে। টিভিতে সেই ছবি দেখাতেই তা নিয়ে চাপানউতোর শুরু হয় নানা মহলে। কে তিনি, কীভাবে তিনি অনুব্রতর কাছে গেলেন তা নিয়ে তৈরি হয় নানা প্রশ্ন। পরবর্তীতে জানা যায় এই ব্যক্তিই বীরভূমের তৃণমূল যুবনেতা কৃপাময় ঘোষ। কিন্তু, কে এই কৃপাময়?

আবাসন কেলেঙ্কারিতে

ইডি-র ডাক পেয়ে কী বললেন নুসরত

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : আবাসন দুর্নীতিকাণ্ডের তদন্তে ইডিকে সব রকম সাহায্য করবেন তিনি। ইডির তলবের পর প্রথম প্রতিক্রিয়ায় একথা জানালেন বসিরহাটের তৃণমূল সাংসদ নুসরত জাঁহা। মঙ্গলবার ওই দুর্নীতির তদন্তে নুসরতকে তলব করেছে ইডি।নুসরতের বিরুদ্ধে ফ্ল্যাট দেওয়ার নামে টাকা নিয়ে সেই টাকায় নিজের ফ্ল্যাট কেনার অভিযোগ জমা পড়েছে ইডির কাছে। সেই দুর্নীতির তদন্ত করছেন কেন্দ্রীয় সংস্থার গোয়েন্দারা। যদিও অভিযোগ দায়েরের পর এক সাংবাদিক বৈঠকে নুসরত দাবি করেন, তিনি কোনও দুর্নীতিতে যুক্ত নন। যে সংস্থার থেকে টাকা ধার নিয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে, সেই টাকা তিনি ইতিমধ্যে শোধ করে দিয়েছেন। ওদিকে প্রতারিতদের দাবি, নুসরতকে দেখেই ওই সংস্থায় টাকা দিয়েছিলেন তাঁরা।

আবাসন দুর্নীতির তদন্তে নুসরতকে আগামী মঙ্গলবার সিজিও কমপ্লেক্সে হাজিরা দিতে বলেছে ইডি। সঙ্গে তলব করা হয়েছে অভিযুক্ত সংস্থা সেভেন্থ সেন্স কমিউনিকেশনের কর্তা রাকেশ সিংকেও।এদিন উত্তর ২৪ পরগনার হিঙলগঞ্জ কলেজ পরিদর্শনে গিয়ে সাংসদ নুসরত জাঁহা বলেন, 'আমি সারাদিন খুব ব্যস্ত ছিলাম।আমার কাছে কোনও কাগজ আসেনি। আমি বাড়ি গিয়ে দেখব। যদি আমাকে ডাকা হয় আমি তদন্তে সব রকম সাহায্য করব।'

চুক্তিভিত্তিক মার্কেটিং জানার সাংবাদিক নিয়োগ করা হবে। সব রাজ্যে, সব জেলা ও মহকুমাতে।

যে সব মার্কেটিং জানা সাংবাদিকরা কাগজের সঙ্গে যুক্ত হতে ইচ্ছুক ,

যোগাযোগ করুন ৯৫৬৪৩৮২০৩১

উদীয়মানের অরণ্যের পাঠশালায়

শিক্ষক দিবস পালন করলো আমরাই প্রাথমিক শিক্ষক

৫ ই সেপ্টেম্বর, মেদিনীপুর: নিউজ সারাদিন : শিক্ষকদের সামাজিক দায়বদ্ধতা ও সমাজের প্রতি কর্তব্যবোধ থেকে "আমরাই প্রাথমিক শিক্ষক" জঙ্গলমহলের অবৈতনিক "অরণ্যের পাঠশালা" র ছাত্র ছাত্রীদের নিয়ে শিক্ষক দিবস পালন করলো। প্রবল বৃষ্টির মধ্যে আজ শালবনীর জঙ্গলে ঘেরা প্রান্তিক গ্রাম শুশনিবাড়ীর আদিবাসী সম্প্রদায়ের ছাত্র ছাত্রীদের শিক্ষা উপকরণ ও মিষ্টি মুখের মাধ্যমে শিক্ষক দিবস পালন করলো আমরাই প্রাথমিক শিক্ষক। এই সংস্থার তরফে তন্ময় সিংহ ধন্যবাদ জানান ভাদুতলা ও সন্নিহিত এলাকার

এরপর ৩ পাতায়

দিনে দুপুরে শ্যুটআউট বাঁকুড়া শহর লাগোয়া

কেশিয়াকোলে, গুলিবিদ্ধ একাধিক

বাঁকুড়া: নিউজ সারাদিন : বাঁকুড়া শহর লাগোয়া কেশিয়াকোলে দিনেদুপুরে শ্যুটআউট। প্রাথমিক ভাবে খবর, মঙ্গলবারের ঘটনায় বেশ কয়েকজন গুলিবিদ্ধ হয়েছেন। পুলিশ সূত্রে জানা যাচ্ছে, বাঁকুড়া আদালতে মামলা সংক্রান্ত কারণে পূর্ব বর্ধমান থেকে কয়েকজন গাড়িতে করে এসেছিলেন।এতেই শেষ নয়। মাসখানেক আগে, বাগুইআটির নারায়ণপুরে ভর সন্ধেয় শ্যুটআউটের ঘটনায় এক দুষ্কৃতীর মৃত্যু হয়েছিল। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, দমদম জেল থেকে প্যারোলে ছাড়া পেয়ে এলাকায় আসতেই হামলা চলে ওই দুষ্কৃতীর উপর। বাইকে করে এসে এলোপাথাড়ি গুলি চালিয়েছিল হামলাকারীরা। অন্তত ৬ থেকে ৭ রাউন্ড গুলি চলে, খবর পুলিশ সূত্রে। ঘটনার আগেই প্যারেলো ছাড়া পেয়েছিল ওই ব্যক্তি।আদালত থেকে ফেরার পথে তাঁদের গাড়ি ধাওয়া করে গুলি ছুড়তে শুরু করে দু'জন বাইক আরোহী। জনবহুল এলাকায় প্রকাশেয় গুলি চালানোর ঘটনায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। এরপর গুলি ছুড়তে ছুড়তেই চম্পট দেয় হামলাকারীরা। আহতদের বাঁকুড়া হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। সিসি ক্যামেরার ফুটেজ খতিয়ে দেখে দুষ্কৃতীদের শনাক্ত করার চেষ্টা চলছে। হামলার কারণ এখনও স্পষ্ট নয়।

এই রাজেয় প্রকাশ্যে শ্যুটআউট একেবারে বিরল কোনও ঘটনা নয়। গত ১ এপ্রিল, শক্তিগড়ে, হাড় হিম করা শ্যুটআউটে খুন হন দুর্গাপুরের কয়লা মাফিয়া রাজু ঝা! জাতীয় সড়কেরই তাঁকে গুলি করে খুন করা হয়। গুরুতর জখম হয়েছিলেন নিহতের সঙ্গীও! পুলিশ সূত্রের খবর, গাড়িতে বসে থাকার অবস্থাতেই রাজু ঝা-কে লক্ষ্য করে এলোপাথাড়ি গুলি চালায় আততায়ীরা। ঘটনাস্থলের আশেপাশের দোকানের সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করে পুলিশ। কিন্তু যে ভাবে, জাতীয় সড়কের উপর এই শ্যুটআউট হয়েছিল তা জানতে আতঙ্কের হিমস্রোত বয়ে যায় বাসিন্দাদের মধ্যে। খুনের সময়ের CCTV ফুটেজে শার্পশুটারদের দেখা গিয়েছিল বলে তদন্তে উঠে আসে। সূত্রের খবর ছিল, শুধুই পেশাদার শার্পশুটাররাই নয়, নেপথ্যে সক্রিয় ছিল উত্তরপ্রদেশ ও বিহারজুড়ে জাল বিছিয়ে রাখা শার্প শুটাররা।আততায়ীদের নীল ব্যালেনো গাড়ির চেসিস ও ইঞ্জিন নম্বর রিকভার করে জানা যায়, গাড়িটি হরিয়ানার গুরগাঁওয়ের বাসিন্দার। দিল্লির জনকপুরী থেকে চুরি যায় গাড়িটি। পুলিশ সূত্রে খবর, এই নীল ব্যালেনো গাড়িটি প্রায় একমাস ধরে ঘুরেছিল রানিগঞ্জ, আসানসোল, দুর্গাপুর, বীরভূমে। তারপর এই গাড়ি চেপেই শক্তিগড়ে আসে সুপারি কিলাররা। সেখান থেকেই গুলি চলে।

১-ম পাতার পর

বদলে যাচ্ছে দেশের নাম! তীব্র ক্ষোভ মমতার

রাষ্ট্রপতি ভবনের তরফে রাষ্ট্রপতি অতিথিদের যে আমন্ত্রণপত্র পাঠিয়েছেন তাতে প্রসিডেন্ট অব ইন্ডিয়ার বদল লেখা হয়েছে প্রেসিডেন্ট অব ভারত। অর্থাত এখন থেকে সংবিধানের ১ নম্বর ধারা এখন এভাবে পড়তে হবে, একসময় ছিল ইন্ডিয়া। এখন হয়েছে ভারত। এটি হবে প্রদেশগুলির ইউনিয়ন। এবার দেশের ইউনিয়ন অব স্টেটও হুমকির সম্মুখীন।

এদিকে, দেশের নাম পরিবর্তনের খবর তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আজ শিক্ষক দিবসের এক অনুষ্ঠানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ইন্ডিয়া-র নাম বদল করে দিচ্ছে আমি শুনলাম। জি ২০-র ডিনারের জন্য মাননীয় রাষ্ট্রপতির নামে যে কার্ড হয়েছে তাতে লেখা রয়েছে 'ভারত'। আরে ভারত তো আমরা বলি। এতে নতুনত্বের কী আছে? ইংরোজিতে বলি ইন্ডিয়া, ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন। হিন্দিতে বলে ভারত কা সংবিধান। আমরা তো বলি-ভারত আমর ভারতবর্ষ স্বদেশ আমার স্বপ্ন গো। কিন্তু ইন্ডিয়া নামে গোটা বিশ্ব আমাদের চেনে। হঠাত এমন কী হল যে দেশের নামটাও বদল হয়ে যাচ্ছে? হয়তো একদিন রবি ঠাকুরের নাম বদল হয়ে যাবে? বিশ্ববিদ্যালয়, বড়বড় ঐতিহাসিক সৌধগুলির নাম চেঞ্জ করে দিচ্ছে। ইতিহাস বদল করে দিচ্ছে।দেশের নাম বদল করে সোজাসুজি ভারত করার দাবি বেশ পুরনো। আরএসএস এনিয়ে বহুদিন থেকেই দাবি করে আসছে। আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবত বহুবারই এনিয়ে সওয়াল করেছেন। সম্প্রতি গুয়াহাটিতে এক অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, আমাদের দেশের নাম বহুদিন থেকেই হল ভারত। ভাষা যা-ই হোক দেশটার নাম ভারত-ই হওয়া উচিত।

দেশের নাম বদল নিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মুখেও প্রায় সেই ইঙ্গিত লক্ষ্য করা গিয়েছে। গত বছর লালকেল্লায় স্বাধীনতা দিবসের ভাষণে তিনি দেশের মানুষকে ৫টি দাসত্ব থেকে মুক্ত হওয়ার আহ্বান জানান। পাশাপাশি দেশের মৌলিক বিষয়গুলির উপরে জোর দেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, রাষ্ট্রপতি, উপরাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী যে বিশেষ বিমান ব্যবহার করেন তাতেও লেখা থাকে 'ভারত'। ইন্ডিয়া নয়।

সংসদের সদ্যসমাপ্ত বাদল অধিবেশনে বিজেপি সাংসদ দাবি করেন দেশের সংবিধান থেকে ইন্ডিয়া শব্দটি তুলে দেওয়া হোক। কারণ 'ইন্ডিয়া' নামটাই হল দেশের দাসত্বের প্রতীক। তাঁকে সমর্থন করেন বিজেপির অন্য এক সাংসদ হরনাথ সিং যাদব।

ভারতে শিক্ষাব্যবস্থাকে সর্বাত্মক, বাস্তবসম্মত এবং ভবিষ্যৎ মুখী

করার লক্ষ্যে জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০, প্রণয়ন করা হয়েছে: প্রধানমন্ত্রী

নতুনদিল্লি ৫ সেপ্টেম্বর : নিউজ সারাদিন : প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী জাতীয় শিক্ষানীতি নিয়ে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর লেখা একটি নিবন্ধ ভাগ করে নিয়েছেন। এক্স পোস্টে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের লেখা এক নিবন্ধের প্রতিক্রিয়ায় প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন; "কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী শ্রী @dpradhanbjp লিখেছেন, ভারতে শিক্ষাকে সর্বাত্মক ও বাস্তবসম্মত এবং সেইসঙ্গে গভীর ও ভবিষ্যৎ মুখী করার লক্ষ্যে, কীভাবে জাতীয় শিক্ষানীতি তৈরি করা হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী শিক্ষক দিবসে শিক্ষকদের অভিনন্দন জানিয়েছেন

ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণের জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করেছেন

নয়াদিল্লি, ০৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ : নিউজ সারাদিন : প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী শিক্ষক দিবসে শিক্ষকদের অবিচল নিষ্ঠা এবং আমাদের ভবিষ্যৎ ও অনুপ্রেরণামূলক স্বপ্ন নির্মাণে অসামান্য প্রভাব ফেলার জন্য অভিনন্দন জানিয়েছেন।

শ্রী মোদী ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণের জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেছেন।

প্রধানমন্ত্রী গতকাল শিক্ষকদের সঙ্গে আলাপচারিতার কিছু অংশ সকলের সঙ্গে ভাগ করে নিয়েছেন।

এক্স মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, "আমাদের ভবিষ্যৎ নির্মাণে শিক্ষকরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছেন এবং স্বপ্ন দেখতে উৎসাহ জোগান। #Teachers Day-তে আমরা তাঁদের অবিচল নিষ্ঠা এবং অসামান্য প্রভাব ফেলার জন্য অভিনন্দন জানাই। গতকাল শিক্ষকদের সঙ্গে আলাপচারিতার কিছু অংশ এখানে তুলে ধরা হয়েছে"।

১-ম পাতার পর

রাহুলের শিক্ষক দিবসের শুভেচ্ছা বার্তাতেও রাজনীতির খোঁচা

করেন। শিক্ষকদের সেই কারণে আমরা মর্যাদার আসনে বসিয়ে থাকি।'

তবে এক্স হ্যান্ডেলে রাহুল শিক্ষক দিবসে তাঁর রাজনৈতিক বিরোধীদেরও শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। বলেছেন, 'আমি এমনকী আমার প্রতিপক্ষকেও আমার শিক্ষক হিসাবে বিবেচনা করি, যাঁরা তাঁদের আচরণ, মিথ্যাচার এবং কথা দিয়ে আমাকে চিনতে শেখান যে আমি যে পথ অনুসরণ করছি তা একেবারে সঠিক এবং যে কোনও মূল্যে সেই রাস্তায় এগিয়ে যেতে হবে।'

আসনরফা না হলে বন্ধুত্বপূর্ণ লড়াই!

বাংলা, দিল্লি, পাঞ্জাবে বিকল্প ভাবনা কংগ্রেসের

নয়াদিল্লি: নিউজ সারাদিন : আসন সমঝোতার জট একান্তই না খুললে দিল্লি, পাঞ্জাব, পশ্চিমবঙ্গের মতো বেশ কিছু রাজ্যে 'বন্ধুত্বপূর্ণ লড়াই' করার চিন্তাভাবনা কংগ্রেসে।সোমবার কংগ্রেসের সদর দপ্তর থেকে যা কানাঘুষো শোনা গেল তাতে কোনওভাবেই আম আদমি পার্টির থেকে মাত্র দু'-তিনটি আসন নেবে না কংগ্রেস। একইভাবে আবার বাংলাতেও তৃণমূলের দু'টি আসন ছাড়ার প্রস্তাবে একেবারেই খুশি নয় তারা। জাতীয় রাজনীতিতে ইউপিএ আমল থেকেই বামেদের পাশে পেয়েছে কংগ্রেস। সেক্ষেত্রে বাংলায় তৃণমূল ও বাম- দুই শক্তিকে একসঙ্গে পাওয়া যাবে, এই আশাও খুব একটা করছে না সংখ্যার নিরিখে দেশের বৃহত্তম বিরোধী দল। সব মিলিয়ে দিল্লি, পাঞ্জাব ও বাংলায় শাসকদলগুলির সঙ্গে হয়তো একসঙ্গে বিজেপি বিরোধী লড়াই করা যাবে না, এই দেওয়াল লিখন একটু একটু করে দেখতে পাচ্ছে গান্ধী, খাড়গেদের দল। দলের সর্বভারতীয় স্তরের এক নেতার মতে, 'আমরা শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত চাইব বিজেপি বিরোধী শক্তি একসঙ্গেই লড়ুক। একান্ত না হলে কী আর করার আছে! সে ক্ষেত্রে বন্ধুত্বপূর্ণ লড়াই করে নির্বাচন পরবর্তী জোটের পরিকল্পনা নিতে হবে।'দিল্লি ও পাঞ্জাবে আম আদমি পার্টি এবং পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসের কাছ থেকে নিজেদের চাহিদা অনুযায়ী আসন পাওয়া যাবে না, এমনটাই ধরে নিচ্ছে দেশের প্রাচীনতম রাজনৈতিক দল।ইন্ডিয়া' জোটের বৃহত্তম শরিক হিসাবে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আপ, তৃণমূল-সহ বাকি দলগুলির সঙ্গে আলোচনা চালিয়ে যাওয়ার পরও যদি দেখা যায় ঐকমত্য আসছে না, সেক্ষেত্রে কেরল মডেলকে সামনে রেখে নির্বাচনে বন্ধুত্বপূর্ণ লড়াই করে ইউপিএ আমলের মতো 'নির্বাচন পরবর্তী জোট' তৈরির পরিকল্পনা তৈরি রাখছে কংগ্রেস।

এ প্রসঙ্গে কলকাতায় তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ বলেন, 'ইন্ডিয়া জোটের বৈঠকে কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে (Mallikarjun Kharge) বলছেন, এজেন্সির ততপরতা বাড়বে। আর এখানে অধীর চৌধুরী ও সিপিএম দ্বিচারিতা করছে। আমাদেরকেও এই গোটা বিষয়টা দেখতে হবে। যৌথ সংগ্রামী মঞ্চ তো কাজ না করেই করেই অভ্যস্ত। এদের জন্যই তো বাংলার ওয়ার্ক কালচারের বদনাম ছিল ৩৪ বছর ধরে।'

সূত্রের খবর অনুযায়ী, মুম্বইয়ের বৈঠকেই ইঙ্গিত মিলেছে পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসকে দু'টির বেশি আসন ছাড়তে নারাজ তৃণমূল। অন্যদিকে দিল্লি ও পাঞ্জাবে আম আদমি পার্টি (আপ) বিধানসভা নির্বাচনের অনুপাতে আসন সমঝোতা করতে চাইছে। সে ক্ষেত্রে দিল্লিতে কংগ্রেসের ভাগ্যে একটি আসনও জুটবে না। আবার পাঞ্জাবের ১৩টির মধ্যে দুই থেকে তিনটি আসন ছাড়তে পারে আপ। মাত্র সাত আসনের দিল্লি নিয়ে অত বেশি মাথা না ঘামালেও পাঞ্জাবে এত কম আসন নিয়ে সন্তুষ্ট থাকবে না কংগ্রেস।

দিল্লির আম আদমি পার্টি বিরোধী ভোট তাদের ও বিজেপির মধ্যে ভাগাভাগি হলেও পাঞ্জাবের ক্ষেত্রে তার পুরোটাই আসবে কংগ্রেসে, এমনটাই বিশ্বাস ২৪, আকবর রোডের। তাই তাদের বিকল্প প্রস্তাব থাকবে গত তিনটি, অর্থাত ২০১৭ ও ২০২২ বিধানসভা এবং ২০১৯ লোকসভায় প্রাপ্ত আসনের অনুপাতে হোক আসন সমঝোতা। ১১৭ আসনের পাঞ্জাব বিধানসভার শেষ দুই নির্বাচনে কংগ্রেস পেয়েছিল ৭৭ ও ১৮টি আসন। আপের ঝুলিতে এসেছিল ২২ ও ৯২টি। গত লোকসভায় ১৩টির মধ্যে কংগ্রেস ও আপ জিতেছিল আটটি ও একটি কেন্দ্রে।

১-ম পাতার পর

কলকাতাতেই মন্ত্রী মলয়কে জিজ্ঞাসাবাদ, ২৪ ঘণ্টা আগে তলব করতে পারবে ইডি

কিন্তু তিনি হাজিরা এড়িয়েছিলেন। সূত্রের খবর, ইডির বহু বার তলবের পরেও দিল্লি যাননি মলয়। এর পর ইডির বিরুদ্ধে দিল্লি হাই কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন মলয়। দু'টি আবেদন জানিয়েছিলেন। তার মধ্যে একটি আবেদন ছিল কলকাতায় যাতে মলয়কে জিজ্ঞাসাবাদ করে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা।

কয়লা পাচারকাণ্ডে ইডি ইসিআইআর (ইডির মামলা) করেছিল। ওই ইসিআইআর খারিজের আবেদন জানিয়েছিলেন মলয়। মঙ্গলবার সেই আবেদনের ভিত্তিতে হাই কোর্ট জানিয়েছে, মামলা খারিজ সম্ভব নয়। আদালতে মলয়ের আইনজীবী জানান, এই মামলায় তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাঁর স্ত্রী রুজিরা বন্দ্যোপাধ্যায়কেও দিল্লিতে তলব করেছিল ইডি। কিন্তু রুজিরা দিল্লিতে ইডি দফতরে হাজিরা দেননি। তাঁদের কলকাতায় সল্টলেকের সিজিও কমপ্লেক্সে (যেখানে ইডির দফতর রয়েছে) জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। ফলে অভিষেক-রুজিরাকে যদি দিল্লির বদলে কলকাতায় জিজ্ঞাসাবাদ করা যায়, তা হলে মলয়ের ক্ষেত্রে তা করা যাবে না কেন? এই প্রশ্নই করেন মলয়ের আইনজীবী। আদালত জানায়, অভিষেক-রুজিরার ক্ষেত্রে বিশেষ পরিস্থিতি ছিল। সেই কারণে তাঁদের কলকাতায় জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে।

সম্প্রতি রাজ্য বিধানসভায় অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন মন্ত্রী মলয়। তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছিল। সেই কথা মাথায় রেখেই আদালত জানিয়েছে, চিকিতসককে সঙ্গে নিয়ে ইডি দফতরে যেতে পারবেন মলয়। এই মামলায় শুনানির পরবর্তী দিন ৭ ফেব্রুয়ারি।

সনাতন বিতর্কে উদয়নিধির শিরচ্ছেদের নিদান অযোধ্যার মহন্তের,

১০ কোটি পুরস্কার ঘোষণা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সনাতন ধর্মের সঙ্গে ডেঙ্গু ও ম্যালেরিয়ার তুলনা করে বিতর্কে জড়িয়েছেন তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এম কে স্ট্যালিনের পুত্র উদয়নিধি স্ট্যালিন ।ওই ঘটনায় স্ট্যালিন পুত্রের শিরচ্ছেদের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন অযোধ্যার মহন্ত পরমহংস আচার্য।এদিকে হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি, আমলা-সহ ২৬২ জন বিশিষ্ট নাগরিক উদয়নিধির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে সি জি আই -কে চিঠি লিখেছেন। তাঁদের বক্তব্য ঘৃণা ভাষণে অভিযুক্ত তামিলনাড়ুর নেতা। শাহিন আবদুল্লা মামলায় সুপ্রিম কোর্ট সরকার ও পুলিশকে নির্দেশ দিয়েছিল, এই ধরনের ঘটনায় অভিযোগ দায়েরের অপেক্ষা না করেই স্বতঃপ্রণোদিত পদক্ষেপ করতে হবে। সেই নিয়মেই উদয়নিধির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হোক।নিজে উদয়নিধির মাথা কাটবেন, একথা বলার পাশাপাশি কেউ এই কাজ করলে তাঁকে ১০ কোটি টাকা পুরস্কার দেবেন বলেও ঘোষণা করেছেন।

মঙ্গলবার অযোধ্যার মহন্ত জানান, যদি ১০ কোটিতে কাজ না হয়, তবে উদয়নিধির মাথা কাটার জন্য পুরস্কার মূল্য বাড়াতেও রাজি আছেন তিনি। পরমহংস আচার্যর বক্তব্য সনাতন ধর্মের ইতিহাস না পড়ে আলটপকা মন্তব্য করেছেন উদয়নিধি। মহন্তর সাফ কথা, 'সনাতন ধর্ম নিয়ে উনি যা যা বলেছেন, তার জন্য অবিলম্বে ক্ষমা চাইতে হবে। নচেত কঠোর শাস্তি পাবেন। আমি নিজে হাতে ওঁর শিরচ্ছেদ করব।' তাঁর দাবি, ১০০ কোটি মানুষের ভাবাবেগে আঘাত করেছেন ডিএমকে নেতা। যদিও এই হুমকি নিয়ে বিচলিত নন বলে জানিয়েছেন দক্ষিণের রাজ্যের তরুণ নেতা। মঙ্গলবার স্ট্যালিনের পুত্র বলেন, 'এই সমস্ত হুমকি নিয়ে আমি বিন্দুমাত্র বিচলিত নই।'উল্লেখ্য, সম্প্রতি 'সনাতন অ্যাবলিশন কনফারেন্সে' যোগ দিয়েছিলেন উদয়নিধি। সেখানেই তিনি বলেন, 'কিছু জিনিসের প্রতিবাদ করা যায় না। সেগুলির অবলুপ্ত ঘটানো দরকার। আমরা ডেঙ্গু, মশা, ম্যালেরিয়া কিংবা করোনার বিরোধিতা করি না। আমরা সেটা নির্মূল করি। ঠিক সেভাবেই আমাদের সনাতন ধর্মকে অবলুপ্ত করতে হবে। 'সনাতন' শব্দটা এসেছে সংস্কৃত থেকে। এটা সামাজিক ন্যায় ও সাম্যের বিরুদ্ধে।'

২ পাতার পর

উদীয়মানের অরণ্যের পাঠশালায় শিক্ষক দিবস পালন করলো আমরাই প্রাথমিক শিক্ষক

সমাজসেবায় যুক্ত উদ্যোগী যুবসমাজ এর সংগঠন উদীয়মান কে। আমরাই প্রাথমিক শিক্ষক এর তরফে অভিজিৎ ঘোষ বলেন যে, লোধা শবর এলাকা পীরচক ও আদিবাসী সম্প্রদায়ের এলাকা শুশনিবাড়ী তে এই সংগঠন প্রায় চল্লিশ জন ছাত্র ছাত্রীদের নিয়ে দুটি অবৈতনিক অরণ্যের পাঠশালা চালায়, সব শিশুদের হাতে আমরা রঙের বই, রঙ পেন্সিল ও ছড়ার বই তুলে দিয়েছি। উদীয়মান এর তরফে আমরাই প্রাথমিক শিক্ষক এর উপস্থিত শিক্ষকদের হাতে স্বামী বিবেকানন্দের কর্মযোগ ও কলম তুলে দিয়ে বরন করা হয়। এই উদীয়মান সংস্থাকে ও অরন্যের পাঠশালার শিক্ষক শিক্ষিকা দের সম্বর্ধিত করেন আমরাই প্রাথমিক শিক্ষক।

ভারতের সর্বাধিক বাংলা দৈনিক ই পেপার
সারাদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

২ বর্ষ ২৪৬ সংখ্যা ০৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ বুধবার ১৯ ভাদ্র, ১৪৩০

সম্পাদকীয়

মণিপুরে গুরুতর মানবাধিকার লংঘন-ধ্বংস হয়েছে' - রিপোর্টে স্পষ্ট জানাল রাষ্ট্রসংঘের বিশেষজ্ঞ কমিটি

অস্বস্তিতে পড়ল মণিপুরের 'ডবল ইঞ্জিন' সরকার। পাশাপাশি মুখ পুড়ল কেন্দ্রের মোদী সরকারেরও। বহুদিন ধরেই জাতিদাঙ্গার আগুনে জ্বলছে উত্তর-পূর্বের বিজেপিশাসিত এই রাজ্য। এবার মণিপুরের হিংসায় কড়া রিপোর্ট দিল রাষ্ট্রসংঘের বিশেষজ্ঞ কমিটি। স্পষ্ট জানাল, "গুরুতর মানবাধিকার লংঘন হয়েছে মণিপুরে।উল্লেখ্য, জনৈক স্বাধীনতা সংগ্রামীর আশি বছরের বৃদ্ধা স্ত্রীকে জীবন্ত পুড়িয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে হামলাকারীদের বিরুদ্ধে। অন্যদিকে, এক ১৮ বছরের তরুণী অভিযোগ করেন, তাঁকে গণধর্ষণ করেছে কালো পোশাক পরিহিত অস্ত্রধারী ৪ যুবক। ওই তরুণী পুলিশকে জানান, তাঁকে অপহরণ করে মহিলাদের একটি দল। তারপর তাঁকে তুলে দেওয়া হয় অস্ত্রধারী ওই ৪ যুবকের হাতে। ঘরে ঢুকে ২ বোনকে গণঘর্ষণের পর খুনের অভিযোগও সামনে এসেছে। খুনের পর মুণ্ডু কেটে বাঁশের বেড়ার মাথায় টাঙিয়ে রাখার মত বীভতসতাও ভাইরাল হয় সোশ্যাল মিডিয়ায়। মণিপুর হিংসায় কড়া অবস্থান নিয়েছে সুপ্রিম কোর্টও। মণিপুর পুলিশকে উদ্দেশ করে কড়া তোপ দাগে শীর্ষ আদালত। তদন্তের অগ্রগতি নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের প্রবল ভতর্সনার মুখে পড়তে হয় মণিপুর পুলিশকে। মণিপুরে তদন্তে বরাবরই উদাসীন মনোভাব দেখিয়েছে পুলিশ। রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পুরোপুরি বিপর্যস্ত। এমনই জানায় প্রধান বিচারপতি চন্দ্রচূড়ের বেঞ্চ। তলব করা হয় মণিপুর পুলিশের ডিজিকেও। এরপরই মণিপুরে হিংসার ঘটনায় তদন্তে বেনজির নির্দেশ দেয় শীর্ষ আদালত। ৩ প্রাক্তন মহিলা বিচারপতিকে নিয়ে কমিটি গঠন করে দেয় আদালত। একইসঙ্গে একজন ডিআইজি পদমর্যাদার অফিসারের তত্ত্বাবধানে ৪২টি স্পেশ্যাল ইনভেস্টেগেশন টিম তথা 'সিট'কে মণিপুরে পাঠানোর নির্দেশ দেয় সুপ্রিম কোর্ট।মানবাধিকারকে ধ্বংস করা হয়েছে মণিপুরে।" রিপোর্টে মণিপুরে যৌন নির্যাতন-যৌন হিংসার ঘটনার উল্লেখ রয়েছে। নির্বিচারে হত্যাকাণ্ড ও বাড়িঘর ধ্বংসের কথাও উঠেছে সেই রিপোর্টে। যদিও রাষ্ট্রসংঘের বিশেষজ্ঞ কমিটির এই রিপোর্টকে খারিজ করেছে মোদী সরকার। ভারত সরকারের বক্তব্য, রাষ্ট্রসংঘের বিশেষজ্ঞ কমিটির রিপোর্ট 'অযৌক্তিক, অনুমানমূলক ও বিভ্রান্তিমূলক।' রাষ্ট্রসংঘের মানবাধিকার হাইকমিশনে ভারতের দাবি, উত্তর-পূর্ব রাজ্যের পরিস্থিতি শান্তিপূর্ণ। কিন্তু বাস্তব চিত্র পুরোই বিপরীত। জাতিগত হিংসায় বিধ্বস্ত উত্তর-পূর্ব ভারতের ছোট রাজ্য মণিপুর। রাজ্যের দুই বৃহত্তম গোষ্ঠী, সংখ্যাগরিষ্ঠ মেইতি এবং সংখ্যালঘু কুকি-র মধ্যে গৃহযুদ্ধের কারণে পরিস্থিতি সঙ্গীন হয়ে ওঠে উত্তর-পূর্বের রাজ্যটিতে। নৃশংস খুন থেকে একের পর এক মহিলাদের বিরুদ্ধে হিংসার বিভিন্ন ঘটনা প্রকাশ্যে আসে। এরমধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ হল মেইতেই পুরুষদের হাতে দুই কুকি মহিলাকে ধর্ষণের পর নগ্ন করে সকলের সামনে প্যারেড করানো। মে মাসে এই আক্রমণের ঘটনা ঘটে। সেই ঘটনার একটি মর্মান্তিক ভিডিয়ো সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয় ২ মাস পর। তারপর সেই ঘটনায় ব্যবস্থা নেয় প্রশাসন। মে মাসে শুরু হওয়া হিংসার ঘটনায় এখনও পর্যন্ত কমপক্ষে ১৩০ জন নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন ৪০০ জনেরও বেশি।

পৃথিবীর সৃষ্টির মূলে দেবাদিদেব মহাদেব

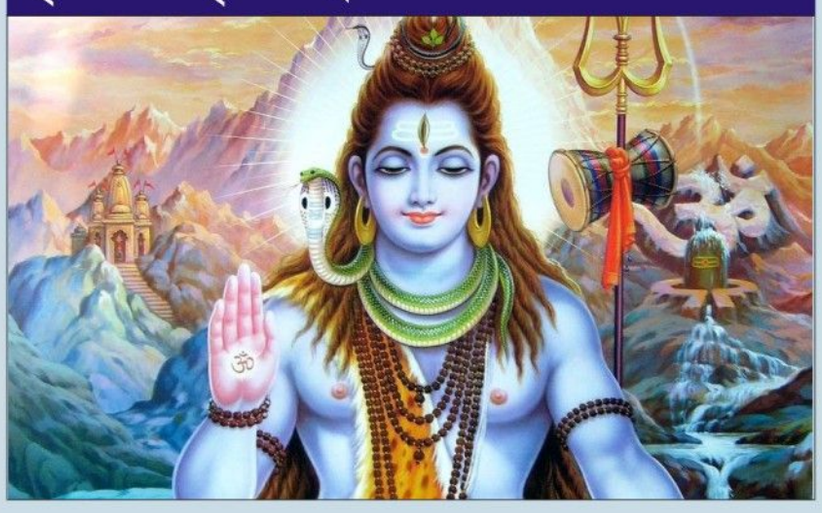

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

এই প্রশ্নের উত্তরে শিব জানিয়েছিলেন, ব্রহ্মা ছিলেন তার বাবা। এরপরই ফের আবার সেই সাধুটি শিব ঠাকুরের কাছে জানতে চায়, তার দাদুর নাম কি ছিল? শিব জানায়, তার দাদু ছিলেন বিষ্ণু। কিন্তু এই উত্তর জেনেও দমে থাকেন নি সাধু।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

হিন্দু ধর্মের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(পঞ্চম পর্ব)

এই ধর্ম আর্য্যবর্ত নামে পরিচিতি ছিল।কালক্রমে তারা বিন্ধা পর্বত অতিক্রম করে দক্ষিণ ভারতের দিকে আসতে থাকে এবং হিন্দু ধর্মের প্রসার ঘটতে থাকে। আর্য জাতিগোষ্ঠিরা অনেক নিয়ম কানুন মেনে চলত। তারা চারটি সম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিল এরা হলঃ ব্রাহ্মন, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শুদ্র। এই সম্প্রদায়গুলো তৈরি করার অন্যতম কারণ হল কাজ ভাগ করে নেওয়া অর্থাৎ এক এক সম্প্রদায় এর লোক এক এক ধরনের কাজ করবে। ।এই ধর্মের যেহেতু কোন সুনির্দিষ্ট উদ্ভাবক নেই তাই এই ধর্মের উৎপত্তি সংক্রান্ত প্রকৃত দিন তারিখ নির্ণয় করা একটি দুরুহ কাজ। তাই কেদারনাথ তিওয়ারী বলেন,

এই ধর্মের উৎপত্তির না কোন সঠিক তারিখ আছে না কোন সুনির্দিষ্ট প্রবর্তক আছেন।

হিন্দু ধর্মের প্রবর্তক কোন বিশেষ নয়। যরদুশত,মূসা, ঈসার মত এমন কোন ব্যক্তির উপর সন্ধান পাওয়া যায় না।যাকে হিন্দু ধর্মের প্রদর্শক হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। তেমনিভাবে হিন্দু ধর্মের গ্রন্থাবলী কোণ নির্দিষ্ট ব্যক্তি-সংক্লিষ্টের সাথে সম্পৃক্ত নয়। পরবর্তীতে কিছু ব্যক্তি বিশেষের আগমন ঘটলেও হিন্দুধর্মের সূচনাপূর্বে নৈর্ব্যক্তিগণ সীলমোহরে লেগে আছেন। যেহেতু হিন্দু ধর্মের ধর্মীয় ব্যবস্থা সংগঠনে অসংখ্য ব্যক্তিত্ব অংশগ্রহণ করেছেন, যার ফলে এই ধর্মে একক কোন বিশ্বাস,ধর্মীয় রীতি-নীতি বা আচার অনুষ্ঠান লক্ষ্য করা যায় না। বিশ্বাসের বৈচিত্র্য,উপাসনা পদ্বতির বিভিন্নতা এবং আরাধ্যের আধিক্যের জন্য এই ধর্মকে এমন এক গহীন অরণ্যের মত মনে হয়,যেখানে হাজারো পথ রয়েছে।

তাই স্যার চার্লস এলিয়ট বলেন,

Hinduism has not been made, but has grown,it is a jungle not a building.

কে.এম সেন বলেন, হিন্দুত্ববাদ হল এমন ধর্ম যা একটি বৃক্ষের ন্যায় যা অনেকদিন যাবৎ গড়ে উঠেছে যেমনটি একটি দালান নির্মাণে অনেকদিন সময় লাগলে তার স্থাপত্য নির্ধারণ করা একটি দুরুহ কাজ।

কিন্তু কোন পথ সঠিকভাবে সরল ও পরিচ্ছন্ন নয়।

যখন আর্যহিন্দুগণ সর্বপ্রথন ভারতীয় উপমহাদেশে প্রবেশ করে তখন তাদের ধ্যান-ধারনা ছিল নেহায়াত সাদামাঠা। ঐসব ধ্যান-ধারনা ও বিশ্বাস বেদসমূহে সঙ্কলিত হয়েছে।কিন্তু সেই সময় থেকে তা এক বিশেষ ধর্মীয় শ্রেণী অর্থাৎ, ব্রাহ্মণদের ধর্মীয় নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। তারা তাদের ধর্মীয় নেতৃত্বকে বৈধ করার জন্য যেসকল গ্রন্থ রচনা শুরু করে তাদের ব্রাহ্মণ্য বলা হয়। ব্রাহ্মণ্যকে বৌদ্ব ও জৈন ধর্মগ্রন্থের সাথে তুলনা করলে উপলবিদ্ব করলে এই বিষয়টি প্রতীয়মান হয় যে, তাতে তত্ত্ব ও তথ্যসমূহ বিকৃতি করা হয়েছে এবং পুরাতন বৈদিক বিশ্বাসসমূহ এমনভাবে সংশোধন করা হয়েছে, যাতে ব্রাহ্মণদের পৌরসাহিত্যের ধারাবাহিকতা সপ্রমাণিত হয়। এইজন্যে হিন্দু ধর্মের সেইসকল গ্রন্থসমূহের সঠিক প্রতিনিধিত্ব হয় নাই। জৈন ও বৌদ্ব মতবাদরুপে যে নতুন ধর্মীয় আন্দোলনের সৃষ্টি হয়,ব্রাহ্মণ্যে তা সম্পূর্ণরুপে এড়িয়ে চলা হয়।খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে প্রবর্তিত হয় বৌদ্ধ ধর্ম। এই ধর্ম প্রাথমিক ভাবে হিন্দু ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ স্বরূপ উদ্ভুত হলেও, একটা সময়ের পরে, বিশেষ করে গৌতম বুদ্ধের মৃত্যুর পর, এর মধ্যেও তন্ত্র-মন্ত্রজাত বিভিন্ন সংস্কার প্রবেশ করে। হিন্দু ধর্মের মতো বৌদ্ধ ধর্মেও রয়েছে অজস্র তন্ত্র-গ্রন্থ। বৌদ্ধেরা হিন্দুদের তথাকথিত দেবদেবীতে বিশ্বাসী না হলেও হিন্দু তন্ত্রকে তারা শুধু গ্রহণই করেনি, তাকে আরও পরিশীলিত ও পরিমার্জিত করেছিল বলা যায়।হিন্দু ধর্ম থেকে আরেক ক্ষত্রিয় পুত্র জৈন ধর্মের প্রবর্তন করেন যদিও তা বৌদ্ব ধর্মের ন্যায় ব্যাপকভাবে প্রসারতা লাভ করতে পারে নাই। হিন্দুধর্মের ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতায় কোন শূন্যতা সৃষ্টি হয় নাই। তেমনিভাবে এই ধর্মগ্রন্থসমূহে উপমহাদেশে গ্রীক, শক,হুন ইত্যাদি জাতির হামলার কথা উল্লেখ করা হয় নাই।

এই সনাতন ধর্মের সাধু সন্ন্যাসিরাই বেদ শ্রুতিবদ্ধ করেন অর্থাৎ ধ্যানের মাধ্যমে বেদ আয়ত্ব করেন। বেদ কোন একজন সাধু বা সন্ন্যাসির লব্ধকৃত নয়, বেদ হল বহু সাধু সন্ন্যাসিদের লব্ধকৃত এক মহান শ্রুতিবদ্ধ গ্রন্থ যা প্রথম অবস্থায় সবার মনে মনে ছিল পরে তাকে লিপিবদ্ধ করা হয়। বেদ এই লিঙ্কটির মাধ্যমে বেদ সম্পর্কে আরো জানতে পারবেন। তখন কার যুগে এই বেদের আধিপত্য ছিল ব্যাপক, অর্থাৎ সমাজের সকল কাজ বেদের মাধ্যমে চলত কারণ বেদে সমাজ চালানো, চিকিৎসা করা, গণনা করা এমন সব উপাদানই আছে। এই কারনে তখনকার সভ্যতাকে বলা হয় বৈদিক সভ্যতা। এই বৈদিক সভ্যতায় অর্থাৎ ঐ আমলে কোন মূর্তি পুজা করা হত না। সেই সময় হিন্দুদের প্রধান দেবতা ছিলেন ইন্দ্র, বরুন, অগ্নি এবং সোম। তারা যজ্ঞের মাধ্যমে পূজিত হত। তখনকার ঈশ্বর আরাধনা হত যজ্ঞ এবং বেদ পাঠের মাধ্যমে। সকল কাজের আগে যজ্ঞ করা ছিল বাঞ্ছনীয়। সে আমলে কোন মূর্তি বা মন্দির ছিল না। ।আর্যদের এ দেশে আসার আগে এখানকার অধিবাসীদের মধ্যে যে সমস্ত ধর্মাচারণ ছিল, মূর্তিপুজো তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য। আর্যরা এ দেশের জনগোষ্ঠীর সঙ্গে যতই মিশে যেতে থাকে, এখানকার প্রাচীন আচার-ব্যবহার এবং বিভিন্ন ধর্মীয় আচরণ আর্য-সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত হতে থাকে তত বেশি মাত্রায়। এই সময়কাল থেকেই ঋগবেদের প্রধান ত্রিদেব ইন্দ্র, মিত্রাবরুণ ও যমের স্থলাভিষিক্ত হচ্ছেন অনার্য দেবতা ব্রহ্মা, বিষ্ণু,শিব ও মহেশ্বর। পাওয়া যায় মাতৃরূপিনী আদ্যাশক্তি মহামায়ার উপাসনার কথাও।এই সাংস্কৃতিক আদান প্রদানের একটা পর্বে রচিত হয়েছিল রামায়ণ ও মহাভারতের মতো দু'খানি মহাকাব্য। মনে রাখতে হবে এই দুই কাব্য কিন্তু ধর্মগ্রন্থ নয়। ধারনা করা হয়ে থাকে যে খ্রীস্টপূর্ব ৫০০ থেকে ১০০ অব্দের মধ্যে রামায়ণএবং মহাভারত শ্রুতিবদ্ধ হয়। বর্তমানে এই সমস্ত মহান ধর্ম গ্রন্থগুলোর লিখিত রূপ হয়েছে। এই রামায়ণ এবং মহাভারতে লিপিবদ্ধ আছে ধর্ম এবং যুদ্ধেরকাহিনী। এছারাও পুরাণ নামে যে ধর্মগ্রন্থগুলো রয়েছে তাতে দেবতাদের এবং অসুরদের যুদ্ধ নিয়ে ঘটনা আছে। তবে দেশের ছাত্রছাত্রীরা স্কুলে স্কুলে রামায়ণ কাহিনীর ওপর নাটক করে। শুচিতা, পবিত্রতায় মন্ডিত আদর্শ গৃহবধূ সীতা, তেজস্বী বীর আদর্শনিষ্ঠ রাম, সাহসী ভাই লক্ষণ, ভক্ত সেবক বীর হনুমান প্রভৃতি চরিত্রের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছেন বিভিন্ন বয়সের নারীপুরুষ। হাজারে হাজারে ইংরাজীতে অনূদিত হয়ে বিক্রী হচ্ছে রামায়ণ। শাড়ী পড়ার প্রতি আগ্রহ বাড়ছে বৃটেনের মেয়েদের। রামায়ণ সিরিয়াল হওয়ার পর রাস্তাঘাটে মেয়েরা সীতার অনুকরণে শাড়ী পড়ে কপালে বিন্দিয়া লাগিয়ে বেড়াতে বেরোয়। লন্ডনে 'ইলিয়া' নামক একটি শিক্ষা সংস্থা স্কুলে ধর্মীয় শিক্ষা চালু করেছে ১৯৮৪ সাল থেকে। তারমধ্যে রামায়ণ অন্তর্ভুক্ত হয়। রাম-সীতা-লক্ষণকে ঘিরে যে আদর্শ পরিবারের মাধুর্যময় রূপ তা ছাত্রছাত্রীদের কাছে নিত্য বর্ণিত হচ্ছে। ইলিয়া জানিয়েছে যে রামায়ণের আদর্শে ভবিষ্যতের নাগরিকদের উজ্জীবিত করতে তাদের এই শিক্ষাদান। ইউরোপে যুক্তিবাদী মানুষের কাছে হিন্দুধর্মকে পৌছে দেবার ব্যাপারে কোয়ান্টাম পদার্থবিদ এবং ওয়েভ মেকানিকসের আবিষ্কর্তা আরউইন স্কুডিঞ্জার সাহেবের ভূমিকা অনবদ্য।

খৃষ্টধর্মের লোক হয়েও তিনিই প্রথম দেখিয়েছেন বেদান্ত দর্শন সম্পূর্ণ বিজ্ঞানসম্মত। ১৯৮৫ সালে আমেরিকায় বিশ্ব হিন্দু পরিষদের একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। প্রেসিডেন্ট রেগন সেখানে বার্তা পাঠিয়েছিলেন এই বলেঃ বৈচিত্র্যই হচ্ছে মার্কিন জীবনের ধারা। আমাদের জাতির শক্তির ভিত্তিও সেটাই। হিন্দুধর্ম প্রচারে আপনাদের এই প্রয়াস সেই বৈচিত্র্যকেই পুষ্ট করছে আমাদের জাতির অব্যাহত অগ্রগতিতে আপনাদের জনগণ ও তাদের বংশধরদের অতুলনীয় অবদানের জন্য

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

সিনেমার খবর

৬০০ কোটি ছাড়িয়েছে রজনীকান্তের 'জেলার'

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : দক্ষিণ ভারতের অন্যতম উজ্জ্বল নক্ষত্র রজনীকান্ত। গত ৫ দশক ধরে দর্শকের মনোরঞ্জন করছেন তিনি। তার অভিনয় মন কেড়েছে অসংখ্য অনুরাগীর। বড় পর্দায় নিজের কেরামতি দেখিয়ে দর্শক ও অনুরাগীদের মনোরঞ্জন করে চলেছেন তিনি।

গত ১০ আগস্ট মুক্তি পেয়েছে রজনীকান্তের ছবি 'জেলার'। মুক্তির তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যেই এই ছবির বক্স অফিস ব্যবসা ৬০০ কোটির গণ্ডি ছাড়িয়ে গিয়েছে। ছবির সাফল্য উদযাপন করতে নিজের শিকড়েই ফিরে গেলেন রজনীকান্ত।

সম্প্রতি বেঙ্গালুরুতে নিজের পুরোনো কাজের জায়গায় দেখা গেল রজনীকান্তকে। বেঙ্গালুরুর ওই বাস ডিপোতেই কন্ডাক্টর হিসেবে নিজের কর্মজীবন শুরু করেছিলেন তিনি। তখন তার নাম শিবাজি রাও গাইকোয়াড়। বিখ্যাত তামিল পরিচালক বালাচন্দ্রের নজরে পড়েছিলেন তিনি। তার পর ১৯৭৫ সালে মুক্তি পায় কমল হাসনের সঙ্গে তার প্রথম ছবিওঅপূর্ব রঙ্গালঙ্কু। শিবাজি রাও থেকে তিনি হয়ে ওঠেন রজনীকান্ত।

তার পরে আর পেছন ফিরে তাকাতে হয়নি রজনীকান্তকে। এখন পর্যন্ত ১৫০টিরও বেশি ছবিতে কাজ করেছেন।

শোনা গিয়েছে, নিজের ১৭১তম ছবির কাজ শেষ করে নাকি অভিনয় জীবনকে বিদায় জানাতে চান রজনীকান্ত। সেই খবরে এখনই নিজে সিলমোহর দেননি সুপারস্টার।

মেয়ে হারালেন অভিনেতা দীপঙ্কর দে

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : কলকাতা বাংলা সিনেমার প্রবীণ অভিনেতা দীপঙ্কর দে। বড় মেয়ে বৈশালী কুরিয়াকোসকে হারালেন তিনি। বুধবার রাতে স্থানীয় একটি হাসপাতালে মারা যান বৈশালী। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৫২ বছর। মেয়েকে হারিয়ে ভেঙে পড়েছেন এই অভিনেতা।

ভারতীয় গণমাধ্যম সূত্রে জানা গেছে, কিডনি এবং হৃদযন্ত্রের সমস্যা নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন বৈশালী কুরিয়াকোস। বুধবার রাতে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন বৈশালী।

দীপঙ্কর দের প্রথম পক্ষের মেয়ে বৈশালী। তার স্বামী অনিল কুরিয়াকোসও বিনোদন জগতের সঙ্গে যুক্ত।

শোক সামলে প্রবীণ অভিনেতা জানিয়েছেন, 'গতকাল তার বড়সড় হার্ট অ্যাটাক হয়। শেষরক্ষা করা গেল না। এর থেকে বেশি আর কথা বলতে পারছি না।'

শোকাতুর স্বামীকে সামাল দিচ্ছেন অভিনেতার দ্বিতীয় স্ত্রী দোলন রায়। দীপঙ্কর দে প্রসঙ্গে দোলন জানিয়েছেন, 'এমতাবস্থায় যে কোনও বাবার পক্ষেই খুব কঠিন সময়। ও খুবই ভেঙে পড়েছে। আমি ওর পাশে রয়েছি। শুটিং থেকে ছুটি না পাওয়ায় কাজে বেরতে হয়েছে।'

অবশেষে শাহরুখের নতুন ছবি 'জাওয়ান'-এর ট্রেলার প্রকাশ্যে

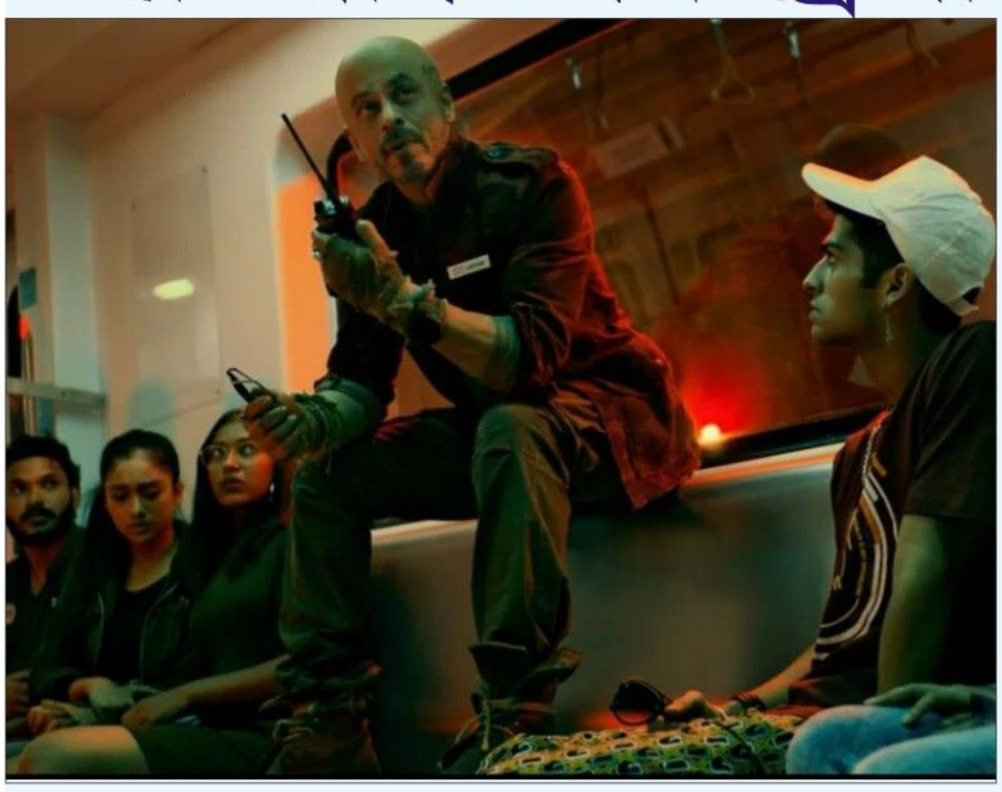

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : শাহরুখ খানের 'পাঠান' সিনেমা মুক্তির সময় থেকেই আলোচনায় আসে তার পরবর্তী ছবি 'জাওয়ান'। পাঠানের ব্যাপক সাফল্যের পর থেকেই বলিউড বাদশাহর নতুন এই ছবির জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে থাকেন অনুরাগীরা। কিন্তু ট্রেলার প্রকাশ করা হচ্ছিল না। অবশেষে প্রকাশ্যে এল 'জাওয়ান'-এর ট্রেলার। ছবিমুক্তির মাত্র এক সপ্তাহ আগে মুক্তি দেওয়া হল এটি।

বছরের শুরুর দিকে ওঠা 'পাঠান' ঝড় স্তিমিত হওয়ার পর থেকেই 'জাওয়ান' নিয়ে উন্মাদনা শুরু হয়ে যায় দর্শকের মধ্যে। একই বছরে শাহরুখ খানের দ্বিতীয় অ্যাকশন ছবি বলে কথা। ছবির জন্য মুখিয়ে ছিলেন অনুরাগীরা। দর্শকের এই উত্তেজনাকেও কাজে লাগিয়েছেন 'জাওয়ান'-এর নির্মাতারাও। শাহরুখের মতো তাবড় তারকার প্রথম প্যান ইন্ডিয়ান ছবি। তার উপরে 'মাস অ্যাকশন এন্টারটেনার'। 'জাওয়ান' নিয়ে দর্শক ও অনুরাগীদের উন্মাদনাকে কাজে লাগিয়েই ছবির বিপণন কৌশলও নির্ধারণ করেছিলেন পরিচালক অ্যাটলি ও তার গোটা টিম। আগে থেকে ছবির ট্রেলার মুক্তির কোনও নির্দিষ্ট তারিখ ফাঁস করেনি 'টিম জাওয়ান'। বরং তারিখের খেলায় মাতিয়ে রেখেছে সাধারণ দর্শককে। সঙ্গে, শাহরুখের 'আস্ক এসআরকে' তো আছেই। 'পাঠান'-এর পথে হেঁটে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের পাতায় অনুরাগীদের সঙ্গে রীতিমতো আড্ডা দিয়েছেন শাহরুখ। উত্তর দিয়েছেন তাদের বিভিন্ন প্রশ্নের। নিজের পরিচিত 'সেন্স অব হিউমার'-এ বারবার মন জয় করেছেন নেটাগরিকদের। নিজের মজাদার সব মন্তব্যের জন্য যেমন শিরোনামে উঠে এসেছেন শাহরুখ নিজে, তেমনই 'ট্রেন্ডিং'-এর তালিকাতেও শীর্ষে জায়গা করে নিয়েছে 'জাওয়ান'। গত ১০ জুলাই মুক্তি পেয়েছিল 'জাওয়ান'-এর 'প্রিভিউ'। টিজার নয়, ট্রেলার নয় প্রিভিউ। ছবির ক্ষেত্রে সাধারণত ফার্স্ট লুক প্রকাশ্যে আসার পরে মুক্তি পায় ছবির টিজার, তারপর ছবির ট্রেলার। সেই রাস্তায় না হেঁটে আদ্যোপান্ত নতুন ছকে ছবির 'প্রিভিউ'

প্রকাশ্যে এনেছিল 'জাওয়ান'। ২ মিনিট ১২ সেকেন্ডের ওই ক্লিপিংকে টিজার বা ট্রেলার কারও আওতাতেই ফেলা যায়নি। বরং নতুন ফরম্যাটে নিজেদের অনন্য এক পরিচিতি তৈরি করেছে 'টিম জাওয়ান'। ছবির প্রচারের ভিন্ন এই স্বাদের মাধ্যমে 'জাওয়ান'

নিয়ে উন্মাদনা যে আরও কয়েক গুণ বেড়ে গেছে, তা নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই। আগামী ৭ সেপ্টেম্বর বিশ্ব জুড়ে মুক্তি পেতে চলেছে 'জাওয়ান'। নিজের শেষ ছবি 'পাঠান'-এর রেকর্ড কি ভাঙতে পারবেন শাহরুখ? সেই উত্তর মিলবে আর সপ্তাহখানেকের মধ্যেই।

৬১ তে পা রাখলেন দীপক তিজোরি

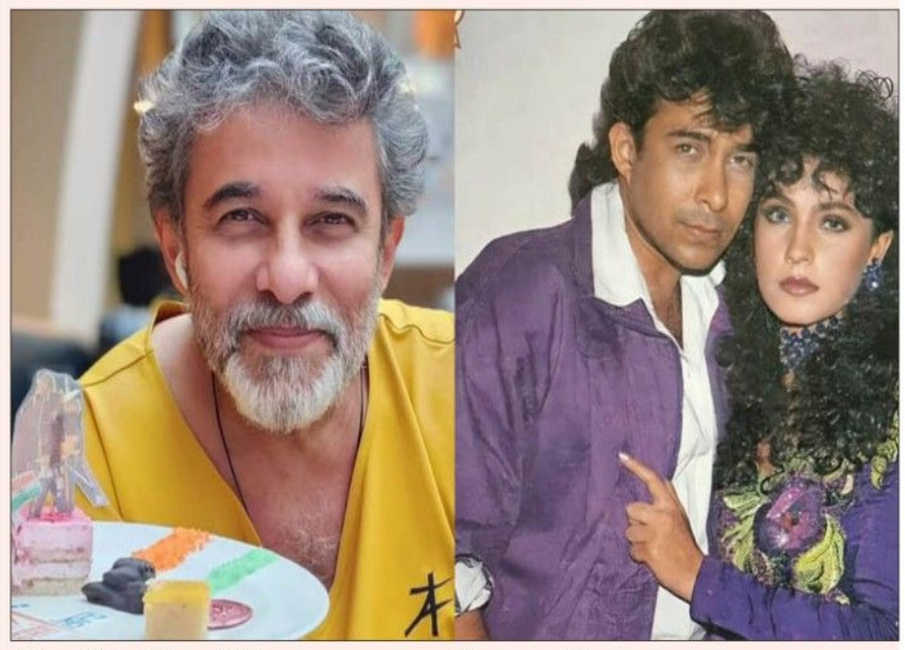

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : নব্বই দশকের বলিউড তারকাদের মধ্যে সহঅভিনেতা হিসেবে আজো স্মরণীয় দীপক তিজোরি।

সহঅভিনেতা পাশাপাশি প্রধান চরিত্রেও অভিনয় করেছেন তিনি। কিন্তু সেগুলো খুব একটা সাড়া ফেরতে পারেনি।

কিন্তু আশিকী, খিলাড়ি, যো জিতা ওহি সিকান্দার, আঞ্জাম, কাভি হা কাভি না, আয়না, সড়ক,আফসানা পেয়ার কা, গুলাম- ইত্যাদি সিনেমায় তার অভিনয় আজো স্মরনীয়।

একসময় পরিচালনায় হাত পাকিয়েছেন, দো লাফজো কি কাহানি, টম ডিক হ্যারির মতো অনেক ছবি পরিচালনা করেছেন।

বয়সের সঙ্গে আজো নিজের ফিটনেস ধরে রেখেছেন। বলিউডে নিজের গ্রহণযোগ্যতা তৈরি করেছেন ভাল অভিনেতাহিসেবে।

অভিনয়ের বাইরেও ব্যবসায় প্রশাসন ও আইন বিষয়ে ডিগ্রী লাভ করেছেন দীপক। সম্প্রতি ঘটা করে নিজের জন্মদিন পালন করেছেন চিরসবুজ এ অভিনেতা। জন্মদিনে দীপক তিজোরির জন্য অনেক শুভকামনা।

যে কারণে

দল ঘোষণায় দেরি আর্জেন্টিনার

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনাকে আবারও প্রস্তুতি শুরু করতে হচ্ছে আরেকটি বিশ্বকাপের জন্য। আগামী ৮ সেপ্টেম্বর বাছাইপর্বের প্রথম ম্যাচ তাদের। কিন্তু সেই দল ঘোষণায় এখনও কোনো তাড়া নেই লিওনেল স্কালোনির। ব্রাজিল নেইমারকে দলে ফিরিয়ে স্কোয়াড ঘোষণা করে দিলেও আলবিসেলিস্তেদের কেন এত দেরি?

স্কালোনির দল ঘোষণায় দেরি হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করেছে দেশটির অন্যতম প্রধান সংবাদমাধ্যম দিয়ারিও ওলে। তারা জানিয়েছে, এবার নানা কারণে দল যাচাই-বাছাই করতে বেশি সময় লাগছে স্কালোনির। প্রথমত, দলে কিছু খেলোয়াড়ের চোটের শঙ্কা আছে, তাদের জন্য অপেক্ষা করতে গিয়ে দল ঘোষণা করতে সময় নিচ্ছেন আর্জেন্টাইন কোচ।

পাশাপাশি স্কালোনি নাকি তার ঘোষিত দলে ৫০ জনের বেশি খেলোয়াড়কে অন্তর্ভুক্ত করতে যাচ্ছেন। যেখানে বেশ কিছু খেলোয়াড় থাকবেন অনূর্ধ্ব২৩ দলের। বয়সভিত্তিক দলের খেলোয়াড়দের মূলত ডাকা হচ্ছে অলিম্পিক বাছাইয়ের প্রস্তুতির জন্য। সেসব খেলোয়াড় কারা হবেন, সেটা ঠিক করতেই নাকি সময় লাগছে স্কালোনির।

২০২৬ বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের শুরুতে নিজেদের প্রথম ম্যাচে আর্জেন্টিনা মাঠে নামবে ইকুয়েডরের বিপক্ষে। বুয়েন্স এইরেসের স্তাদিও মনুমেন্তালে ম্যাচটি মাঠে গড়াবে ৮ সেপ্টেম্বর শুক্রবার ভোর সাড়ে ৬টায়। ১৩ সেপ্টেম্বর বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচ খেলবে বলিভিয়ার বিপক্ষে।

ওলে স্কালোনির ঘোষিত দলে জায়গা পেতে যাওয়া সম্ভাব্য কিছু অভিজ্ঞ খেলোয়াড়ের নামও প্রকাশ করেছে।

গোলরক্ষক: এমিলিয়ানো মার্তিনেজ, ওয়াল্টার বেনিতেজ, ফ্রাঙ্কো আরমানি, হুয়ান মুসো।

ডিফেন্ডার: গনসালো মন্তিয়েল, নাহুয়েল মলিনা, ক্রিশ্চিয়ান রোমেরো, নিকোলাস ওতামেন্দি, গেরমান পাজেল্লা, নিকোলাস তালিয়াফিকো, মার্কোস আকুনা, লিসান্দ্রো মার্তিনেজ, লিওনার্দো বালের্দি, ফাকুন্দো মেদিনা।

মিডফিল্ডার: এনজো ফার্নান্দেজ, গুইদো রদ্রিগেজ, লিয়ান্দ্রো পারেদেস, রদ্রিগো দি পল, অ্যালেক্সিস ম্যাক আলিস্টার, এজেকুয়েল পালাসিওস, থিয়াগো আলমাদা, জিওভানি লো সেলসো, ফাকুন্দো বুয়োনানোত্তে, লুকাস ওকাম্পোস।

ফরোয়ার্ড: লিওনেল মেসি, আনহেল ডি মারিয়া, হুলিয়ান আলভারেজ, লাউতারো মার্তিনেজ, নিকোলাস গনসালেস, আলেসান্দ্রো গারনাচো, জিওভানি সিমিওনে।

মাসসেরার দৌড়ে রোনালদো

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : সৌদি আরবের ফুটবলে নতুন মৌসুমটা খুব ভালোভাবে শুরু করেছেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো। সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে ১০ ম্যাচ খেলে করে ফেলেছেন ১১ গোল। এর মধ্যেই একটি শিরোপাও জিতেছেন। আরব ক্লাব চ্যাম্পিয়নস কাপের সেই শিরোপা জয়ের পথে আল নাসর ফাইনালে তার জোড়া গোলেই আল হিলালকে হারিয়েছে ২১ ব্যবধানে। টুর্নামেন্টের চূড়ান্ত পর্বে সব মিলিয়ে ৬ গোল করে হয়েছেন সর্বোচ্চ গোলদাতা।

এমন ভালো খেলার পুরস্কারও পেতে পারেন রোনালদো। সৌদি আরবের ফুটবলে আগস্ট মাসের সেরা খেলোয়াড়ের সংক্ষিপ্ত তালিকায় আছেন পর্তুগিজ তারকা। চারজনের সংক্ষিপ্ত তালিকায় অন্য তিনজনও সৌদি আরবের বাইরের খেলোয়াড়।

রোনালদোর সঙ্গে মাসসেরা খেলোয়াড় হওয়ার দৌড়ে আছেন আল আহলির রিয়াদ মাহরেজ, আল ইত্তিহাদের ইগর করোনাদো আর আল হিলালের ম্যালকম। আলজেরিয়ান উইঙ্গার মাহরেজ এ মৌসুমেই ম্যানচেস্টার সিটি থেকে আল আহলিতে নাম লিখিয়েছেন। ম্যালকমও এ বছরই সৌদি আরবের ফুটবলে নাম লিখিয়েছেন জেনিত সেন্ট পিটার্সবার্গ থেকে। করোনাদো সৌদি আরবের ফুটবলে খেলছেন ২০২১ সাল থেকে।

করোনাদো আগস্ট মাসে আল ইত্তিহাদের হয়ে ৪ ম্যাচ খেলে ৩টি গোল করার পাশাপাশি ২টি গোলে সহায়তা করেছেন। আল আহলির হয়ে ৪ ম্যাচ খেলে মাহরেজের গোল ও অ্যাসিস্ট ২টি করে। আল হিলালের হয়ে এ মাসে ম্যালকম গোল করেছেন ৪টি, অ্যাসিস্ট ১টি। সৌদি প্রো লিগ ও এএফসি চ্যাম্পিয়নস লিগের বাছাইপর্ব মিলিয়ে রোনালদো এ মাসে আল নাসরের হয়ে খেলেছেন ৪ ম্যাচ। একটি হ্যাটট্রিকসহ গোল করেছেন ৫টি, অ্যাসিস্ট ৩টি।

চেলসি থেকে রোমাতে যাচ্ছেন লুকাকু

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বেলজিয়ামের স্ট্রাইকার রোমেলু লুকাকু ধারে খেলতে যাচ্ছেন সিরি-আ'র দল রোমাতে। চেলসি থেকে এই মৌসুমেই তারকা এই স্ট্রাইকারকে ধার করেছে রোমা। রোমা যদিও এ ব্যাপারে এখনো কোনো আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেয়নি। কিন্তু সিরি-আ ক্লাব চুক্তির বিষয়টি নিশ্চিত করেছে।

রোমের কিম্পনিয়ানো বিমানবন্দরে পৌঁছানোর পর লুকাকুকে স্বাগত জানায় হাজারো উচ্ছসিত সমর্থক। লুকাকুর আগমনে নতুন মৌসুমে রোমা নিজেদের এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে বলে সকলেই আশাবাদী।

ইতালিয়ান গণমাধ্যমের দাবি প্রায় ৬ মিলিয়ন ইউরোতে লুকাকুর সাথে ধারের চুক্তি সম্পন্ন করেছে রোমা। গত মৌসুমের শেষে হাঁটুর লিগামেন্টের গুরুতর ইনজুরিতে পড়ার পর থেকেই ইতালিয়ান জায়ান্টরা একজন স্বীকৃত স্ট্রাইকারের খোঁজে ছিল। লুকাকু আসাতে তাদের সেই জায়গা পূরণ হলো।

এ পর্যন্ত সিরি-এ মৌসুমে প্রথম দুই ম্যাচ থেকে রোমা মাত্র এক পয়েন্ট সংগ্রহ করেছে।

বাধ্য হয়ে

ব্যাটিং অর্ডারে পরীক্ষা চালাচ্ছে ভারত

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : এশিয়া কাপ এসে গেছে। বিশ্বকাপেরও বেশি বাকি নেই। অথচ ভারতের মিডল অর্ডার ব্যাটিং নিয়ে এখনও সংকট কাটেনি। পাকিস্তানের বিপক্ষে এশিয়া কাপের প্রথম ম্যাচ খেলবে রাহুল দ্রাবিড়ের দল। ওই ম্যাচে চারে এবং পাঁচে কে খেলবেন তা এখনও ঠিক হয়নি। কেএল রাহুল ইনজুরিতে প্রথম দুই ম্যাচ থেকে ছিটকে যাওয়ায় পাঁচ নম্বরের ব্যাটিং অর্ডার নিয়ে উঠছে নানান প্রশ্ন। সেখানে তরুণ তিলক ভার্মা খেলবেন নাকি কোন উইকেটরক্ষক ব্যাটার খেলবেন। ইশান কিশাণকে উইকেটের পেছনে রাখতে বিরাট কোহলিকে চারে নামিয়ে নেওয়া হবে কিনা তা নিয়েও আছে প্রশ্ন। এই পরীক্ষা-নিরীক্ষার বিষয় নিয়ে তাই কথা বলতে হলো ভারতীয় ক্রিকেট দলের হেড কোচ রাহুল দ্রাবিড়কে। তিনি সংবাদ মাধ্যমকে বলেছেন, শুধু পরীক্ষা করার জন্য তারা পরীক্ষা করছেন না। তারা পরীক্ষা চালাতে বাধ্য হচ্ছেন বলে ইঙ্গিত করেছেন কিংবদন্তি এই ক্রিকেটার। তার মতে, চার ও পাঁচ নম্বরে ব্যাটিংয়ের জন্য তাদের হাতে ছিলেন শ্রেয়াস আয়ার, কেএল রাহুল এবং ঋষভ পান্ত। কিন্তু তাদের দুভাগ্য যে, এক-দেড় বছরের মধ্যে এই তিন ব্যাটারই ইনজুরিতে পড়েছেন। যে কারণে ওই দুই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাটিং অর্ডারে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাতে হচ্ছে তাদের। দ্রাবিড় বলেছেন, 'সত্যি বলতে, পরিস্থিতি চিন্তা না করেই এই পরীক্ষা বিষয়টা নিয়ে অনেক প্রশ্ন তোলা হচ্ছে। আমরা তো শুধু শুধু পরীক্ষা করার জন্য পরীক্ষা চালাচ্ছি না। এর একটা নির্দিষ্ট কারণ আছে। ১৮-১৯ মাস আগেও ৪ ও ৫ ব্যাটিং অর্ডারের জন্য আমাদের হাতে দুই-তিনজন খেলোয়াড় ছিলেন এবং সেটা নিশ্চিতভাবেই শ্রেয়াস, রাহুল এবং ঋষভ। ১৮ মাস আগেও তাদের নিয়ে কোন প্রশ্ন ছিল না। এখন তারা একসঙ্গে ইনজুরিতে।'

দ্রাবিড়ের মতে, অনেকেই দলে পরীক্ষা চালানোর কথা বলে সমালোচনা করছেন। কিন্তু তিন সিনিয়র ব্যাটারের ইনজুরির বিষয়টি মাথায় আনছেন না। ওই তিনজনের ছোট খাটো ইনজুরি নয় সেটাও মনে করিয়ে দিয়েছেন রোহিত-বিরাটদের কোচ। তিনজনকেই সার্জারি করাতে হয়েছে এবং ওই জায়গায় নতুনদের দিয়ে চেষ্টা করানো হচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি।

টেন্ডুলকারের বাড়ি ঘেরাও করে বিক্ষোভ

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : খেলোয়াড়ি জীবনে বিজ্ঞাপনের নিয়মিত মুখই ছিলেন ভারতের কিংবদন্তি ক্রিকেটার শচীন টেন্ডুলকার। খেলা ছাড়ার পর এখনো বিজ্ঞাপনের বাজারে দারুণ কদর তার। তবে এবার এক বিজ্ঞাপনের জন্য তোপের মুখে পড়েছেন তিনি। অনলাইন গেমিং অ্যাপের বাণিজ্যিক দূত হওয়ায় এবং বিজ্ঞাপনে অংশ নেওয়ায় টেন্ডুলকারের বাড়ি ঘেরাও করা হয়েছে।

মহারাষ্ট্রের অচলপুর থেকে নির্বাচিত বিধানসভার সদস্য ওমপ্রকাশ বাবারাও ওরফে বাচ্চু কাডু ও তার সমর্থকরা মুম্বাইয়ে টেন্ডুলকারের বাড়ির সামনে বিক্ষোভ করেছেন। এ সময় বিক্ষোভকারীরা বিষয়টি আদালতে নিয়ে যাওয়ার হুমকি দেন। এমনকি টেন্ডুলকারের 'ভারতরত্ন' পদবিও কেড়ে নেওয়ার দাবি জানান। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। পরে বিক্ষোভকারী কয়েকজনকে আটকও করে পুলিশ।

বাচ্চু কাডুর দাবি, এই ধরনের অ্যাপগুলো তরুণ সমাজের মধ্যে আসক্তি বাড়াচ্ছে। ফলে তারা শুধু আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন তাই নয়, ভবিষ্যৎ প্রজন্ম পিছিয়ে যাচ্ছে। এর আগে শচীনকে এই ধরনের অ্যাপের বিজ্ঞাপনে প্রচার থেকে দূরে থাকার আবেদন জানিয়েছিলেন তিনি।

তার বক্তব্য, ভারত রত্ন পাওয়া শচীনের ক্ষেত্রে এই ধরনের বিজ্ঞাপন করা একেবারেই উচিত নয়। বিজ্ঞাপন বেছে নেওয়ার ক্ষেত্রে তাকে আরও সতর্ক হওয়া উচিত। শচীন টেন্ডুলকারের অসংখ্য ভক্ত রয়েছেন। অথচ তিনি জুয়া খেলার অ্যাপের বিজ্ঞাপন দিয়ে মোটেই ঠিক করছেন না। আমি শচীনকে অবিলম্বে বিজ্ঞাপন নিষিদ্ধ করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি।

এর আগে, অনলাইন গেমিং অ্যাপের বিজ্ঞাপন করে একইভাবে বিতর্কে জড়িয়েছেন অভিনেতা শাহরুখ খান। অ্যান্টি-অনলাইন গেমিং অ্যাপস সংগঠনের সদস্যরা শাহরুখ খানের বাসভবন মান্নাতের বাইরে বিক্ষোভ করেন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে সেখানে প্রচুর পুলিশ মোতায়েন করা হয়। বিক্ষোভকারীরা সেলিব্রিটিদের অনলাইন গেমিং অ্যাপের বিজ্ঞাপন না করার ওপর জোর দিয়েছে। তাদের বক্তব্য, এর ফলে তরুণ প্রজন্ম ভুল পথে চালিত হবে।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ড্র:

মৃত্যুকূপে পিএসজি

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ২০২৩-২৪ মৌসুমের ড্র অনুষ্ঠিত হয়েছে বৃহস্পতিবার। এতে কঠিন গ্রুপে পড়েছে কিলিয়ান এমবাপ্পের পিএসজি। ওই তুলনায় চ্যাম্পিয়ন ম্যানসিটি, রেকর্ড সংখ্যক ইউসিএল জয়ী রিয়াল মাদ্রিদ এবং তাদের লিগ প্রতিদ্বন্দ্বী বার্সেলোনা সহজ গ্রুপে পড়েছে।

পিএসজি আছে গ্রুপ 'এফ'-এ। সেখানে তাদের খেলতে হবে বরুশিয়া ডর্টমুন্ড, এসি মিলান ও প্রিমিয়ার লিগে দারুণ ফুটবল খেলতে থাকা নিউক্যাসল ইউনাইটেডের বিপক্ষে।

রিয়াল মাদ্রিদ পড়েছে গ্রুপ 'সি'-তে। তাদের প্রতিপক্ষ নাপোলি, ব্রাগা ও ইউনিয়ন বার্লিন। চ্যাম্পিয়ন ম্যানসিটি গ্রুপ 'জি' তে আছে। তারা বিপক্ষ হিসেবে আরবি লাইপজিগ, জভেজদা ও ইয়াং বয়েজ ক্লাবকে পেয়েছে। অন্যদিকে বার্সেলোনা আছে গ্রুপ এইচ- এ। তারা প্রতিপক্ষ হিসেবে পেয়েছে পোর্ত, শাখতার দোনেস্ক ও এন্টওয়ার্পকে। ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড ও বায়ার্ন মিউনিখ একই গ্রুপে পড়েছে। গ্রুপ এ- তে তাদের অন্য দুই প্রতিপক্ষ কোপেনহেগেন ও গ্লাতাসারে।

কোন গ্রুপে কোন দল

গ্রুপ-এ: বায়ার্ন মিউনিখ, ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড, কোপেনহেগেন, গ্যালাতাসারে

গ্রুপ-বি: সেভিয়া, আর্সেনাল, পিএসভি, লেন্স

গ্রুপ-সি: নাপোলি, রিয়াল মাদ্রিদ, ব্রাগা, ইউনিয়ন বার্লিন

গ্রুপ-ডি: বেনফিকা, ইন্টার, সালজবার্গ, রিয়াল সোসিয়েদাদ

গ্রুপ-ই: ফেইনুর্দ, অ্যাতলেটিকো মাদ্রিদ, ল্যাজিও, সেলটিক

গ্রুপ-এফ: পিএসজি, বরুশিয়া ডর্টমুন্ড, এসি মিলান, নিউক্যাসল

গ্রুপ-জি: ম্যানসিটি, লাইপজিগ, জভেজদা, ইয়াং বয়েজ

গ্রুপ-এইচ: বার্সেলোনা, পোর্তো, শাখতার দোনেস্ক, এন্টওয়ার্প

রুবিয়ালেসের পক্ষ নিয়ে

চাকরি যাচ্ছে বিশ্বকাপ জয়ী কোচের

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : স্পেন নারী দলকে প্রথমবার ফিফা বিশ্বকাপ জিতিয়েছেন জর্জ ভিলদা। কিন্তু বিতর্ক থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে পারেননি তিনি। চুমু কাণ্ডে বিতর্কিত রয়্যাল স্প্যানিশ ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট রুবিয়ালেসের পক্ষ নিয়েছেন তিনি। সেজন্য চাকরি হারাতে যাচ্ছেন জর্জ ভিলদা। স্প্যানিশ ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন তার সঙ্গে চুক্তি বাতিল করার পথ খুঁজছে। সংবাদ মাধ্যম বিবিসি দিয়েছে এই খবর। এর আগে পক্ষে কথা বলায় ভিলদার চুক্তি বাড়ানো হবে বলে ঘোষণা দিয়েছিলেন রুবিয়ালেস। রুবিয়ালেস অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট থাকলে ফুটবল খেলবেন না বলে ঘোষণা দিয়েছেন স্পেনের অন্তত ৮০ জন নারী ফুটবলার। দলটিকে বিশ্বকাপ জেতানো কোচিং স্টাফের ১১ জন ওই চুমুর ঘটনায় পদত্যাগ করেছেন। পদে থেকে গেছেন কেবল ভিলদা। এর আগে অস্ট্রেলিয়ায় অনুষ্ঠিত নারীদের ফিফা বিশ্বকাপে ইংল্যান্ডকে হারিয়ে প্রথমবার বিশ্বকাপ জেতে স্পেন। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে স্প্যানিশ ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের প্রধান রুবিয়ালেস জয়ী দলের সকলের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। তাদের আলিঙ্গন করেন। কিন্তু জেনি হারমোসোর সঙ্গে তার আচরণ সীমা ছাড়ায়। জেনির ঠোঁটে চুমু দিয়ে বসেন তিনি।

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১ ■ মুখ্য সম্পাদক ঃ ড. রতন কুমার বাড়ৈ
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 19D, Jamir Lane, Kolkata -700019 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR